মন্দির

কিরণচাঁদ দরবেশ

মন্দির

কিরণচাঁদ দরবেশ

(আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্‌, এ,
লিখিত ভূমিকা)

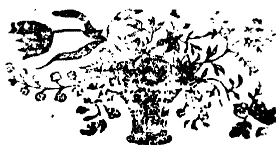
১৩২২

এক টাকা আট আনা

প্রকাশক

শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩ নং পটলডাঙা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



প্রিণ্টার—শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রিয়-প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৮০নং বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমমলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি

—গুরুগীতা



আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ



নীতি,

সেবা,

সঙ্গ,

অনুষ্ঠান,

ব্রহ্ম-জ্ঞান,

যোগ,

আর লীলা,

এই সাতটী সোপান।





ভূমিকা

এই গ্রন্থ যিনি লিখিয়াছেন, তিনি ছাপিবার পূর্ব্বে কবিতাগুলি আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। পড়িয়া আমার ভাল লাগিয়াছিল,—এই আমার অপরাধ। সেই অপরাধের দণ্ডস্বরূপ লেখক আমাকে ধরিয়া বসিলেন, ইহার একটা ভূমিকা লিখিয়া দিতে হইবে। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড ;—অনেক অনুরোধেও আমাকে তিনি নিষ্কৃতি দিলেন না।

আমার যাহা ভাল লাগিয়াছে, তাহা অন্যেরও ভাল লাগিবে, এরূপ মনে করি না। সেরূপ মনে আনার ধৃষ্টতাও আমার নাই। আমার যদি ভালই লাগিয়া থাকে, তাহা জন-সমাজে উচ্চৈস্বরে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা বা অধিকার আমার আছে কি না, তাহাও জানি না। কিন্তু লেখক আমাকে কিছুতেই আত্ম-গোপন করিতে দিলেন না।

আমি কবিও নহি, কাব্য সমালোচকও নহি। আমাকে নিঙড়াইয়া কোনরূপ কাব্যরস বাহির করা চলিবে না। তথাপি লেখকের ইচ্ছা, আমাকে কিছু লিখিতেই হইবে।

একই রস রুচিভেদে বিভিন্ন আস্বাদন দেয়। কিন্তু একটা না একটা আস্বাদন সকলেই পায়। কেন ভাল লাগে বা কেন মন্দ

লাগে, তাহা বলিতে কেহই পারেন না। আমার যদি কবিতাগুলি ভাল লাগিয়া থাকে, কেন লাগিয়াছে, তাহা বলিতে পারিব না।

কবিতাগুলি ভক্তিপথের পথিকের জন্য—মন্দির-পথে যাত্রীকে যে সকল ধাপ উত্তীর্ণ হইতে হয়, সেই ধাপগুলির পরিচয় ইহাতে আছে। সোপান পরম্পরা উত্তীর্ণ হইয়া যাত্রী দেবতার নিকট আত্ম-নিবেদন করেন, আত্ম-সমর্পণ করেন। এখানেও সকলের সমাপ্তি হয় না। চরম লক্ষ্য থাকে, যোগ—মিলন। মিলনের সঙ্গে বিরহ থাকে।—মিলনই হউক আর বিরহই হউক, উভয়েরই ফল আনন্দ।

এই আনন্দ অনুভূতির বিষয়। যে অনুভব করিয়াছে, সে-ই ইহার স্বরূপ জানে। অন্যের পক্ষে ইহার পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা—শুক পাখীর মত পড়ান' কথা আওড়ান মাত্র।

এই কবিতার লেখক সেই আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—কতটা সফল হইয়াছেন, ভুক্তভোগী তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

রসগ্রহণ ও রসবুদ্ধি হইতে ভাব জন্মে। ভাবের একটা প্রেরণা আছে। তাহা ভাষা আশ্রয় করিয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আপনাকে ব্যক্ত করে। ভাবুকতা যেখানে অকৃত্রিম, ভাষাও সেখানে স্বাভাবিক হইয়া প্রকাশ পায়। অনাবিল, স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ভাষা সেই স্বাভাবিকতার লক্ষণ। আমার মনে হইয়াছে, লেখকের ভাবুকতা আছে—রসজ্ঞতা আছে। আছে বলিয়াই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হয় নাই। ভাব যেন আপনাহইতেই স্বচ্ছন্দভাবে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ভাষারূপে বাহির হইয়াছে। সেই জন্যই হয়ত আমাকে কবিতাগুলি ভাল লাগিয়াছে।

ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ইহাতে লেখকের দোষ নাই। এ-যুগে সেই প্রভাব অতিক্রম করা কাহারও

সাধ্য নহে। লেখক সেই প্রভাবকে অনেকটা আত্মসাৎ করিয়াছেন। ভাষার উপরে তাঁহার প্রভুত্ব আছে। তিনি ভাষাকে ইচ্ছামত খেলাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বেগে চলিয়াছে, দ্রুত চলিয়াছে, স্থানে স্থানে কূল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে ;—বাঁধ ছাড়িয়া অকূলে বোধ করি ছুটে নাই।

লেখক বলেন, কোন উদ্দেশ্য লইয়া তিনি লিখিতে বসেন নাই। ধর্ম্ম সাধনা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইতে পারে। সেরূপ উদ্দেশ্য কিছু না থাকিলেও কার্য্যত একটা লক্ষ্য আছে নিশ্চয়। লক্ষ্যটা কি, তাহা পাঠক মাত্রেই দেখিতে পাইবেন।

অলমতি বিস্তরেণ। কবিতাগুলি আমাকে ভাল লাগিয়াছে, আশা করি আমার মত আরও অনেকের ভাল লাগিবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী



সতীর্থ

শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বসু

কর-কমলে—

শ্রীপঞ্চমী,

২৫ মাঘ, ১৩২২



সূচিপত্র

মন্দির-বাহিরে। (জড়ত্ব—নীতি)

মন্দির-পথে। (ব্রহ্মত্ব—সেবা)

মন্দির-তোরণে। (জীবত্ব—সঙ্গ)

মন্দির-প্রাঙ্গণে। (মনুষ্যত্ব—অনুষ্ঠান)

মন্দির-সোপানে। (দেবত্ব—ব্রহ্ম-জ্ঞান)

মন্দিরে। (ব্রহ্মত্ব—যোগ)

অন্দরে। (ভক্ত—লীলা)



১

মন্দির-বাহিরে

(জড়ত্ব—নীতি)

মন্দির

১

তব মন্দির—তব মন্দির !
কোন্ সে সুদূরে, স্বপনের পুরে,
গুপ্ত-মিলন-সন্ধির,
তব মন্দির।

অমৃত আলোর অমল ছায়ায়,
আমি-হারা নব দিব্য মায়ায়,
ঘন নির্ঝর উজল ধারায়
কোন্ রস-নিষ্যন্দীর,
তব মন্দির।

কল্পনা-লোকে কল্প-আবাসে,
মোহ-বিকল্প-জল্পন-ত্রাসে,
ভূতলে অতলে আকাশে বাতাসে
গন্ধ-নব-সুগন্ধির,
তব মন্দির।

মন্দির

শাশ্বত-শিখা অম্বর জোড়া,
হিন্দোল-রাগ-অঞ্জন-মোড়া,
আঙিনা-ধৌত উন্মদ ধারা
নিত্য লীলা-কালিন্দীর,
তব মন্দির।

দীপকে দীপ্ত পঞ্চমে সাধা,
মল্লারে মৃদু মধ্যমে বাঁধা,
আলোকের আলো আঁধারের আঁধা,
বাঞ্ছিত চির দ্বন্দ্বীর,
তব মন্দির!

চির জনমের চির মরণের,
চির উজ্জ্বল বিধু বরণের,
চির ব্যাকুলিত তৃষিত মনের,
বন্দিত চির বন্দীর,
তব মন্দির

সত্য-বীণার সার্থক সাড়া,
কম-করুণায় বন্ধন-হারা,
রস-মন্থনে মন্দর-চূড়া,
সঙ্গম-সুখ-সন্ধির,
তব মন্দির

২

রাজার মতন নাই অন্ধ আস্ফালন,
হে রাজাধিরাজ! গুপ্ত তব সিংহাসন।
তোমার শাসন-দণ্ড আড়ম্বর-হীন,
তবু এ বিশ্বের সব তোমার অধীন।
যেখানে সেখানে তব অনিবার গতি,
সভয়ে সকল বিশ্ব পদে করে নতি;
দুর্গম দুর্ভেদ দুর্গ তুমি কর জয়,
তোমার প্রতাপে সব চুরমার হয়।
বিলাস-লালসা-হাসি যৌবনের গর্ব্ব,
নিমেষে তোমার শ্বাসে হয়ে যায় খর্ব্ব;
যতই উদ্ধত হোক্,—সবে অবহেলে
নীরবে টানিয়া আন তব পদতলে।

ধন্য ওহে মহাকাল! অক্ষয় আখরে
অঙ্কিত তোমার দীপ্তি বিশ্ব-চরাচরে।

৩

কাতরে মিনতি করি
শীতল চরণ ধরি,
দুঃখ হর করুণা-নিধান !
পূর্ণ কর মম আশা,
দাও শক্তি দাও ভাষা,
গাহিবারে তব স্তুতি-গান

তোমার রাতুল পায়
সারা বিশ্ব মুরছায়,
পিক গায় তোমার সঙ্গীত ;
কাননে কুসুম ফুটে,
গগনে চন্দ্রমা উঠে,
বায়ু ছুটে পাইয়া ইঙ্গিত।

মন্দির

অটল অচল খাড়া,
গিরিরাজ আত্মহারা,
তেজে দীপ্ত তব পদ চুমি ;
বিমল তটিনী বহে—
তোমার বন্দনা কহে,
ছাপাইয়া চারু তট-ভুমি ।

যা' কিছু নয়নে হেরি,
সব তব কারিকরী,
শিল্পী তুমি মহান্ সুন্দর !
তোমার করুণা-নদী
প্রবাহিত নিরবধি,
ধৌত করি হৃদয়-অন্দর ।

যখন যে দিকে চাই
তখনি দেখিতে পাই
বিশ্ব আছে সবিস্ময়ে চেয়ে ;
পীযুষ-পূরিত ধারা,
স্নান-পানে আত্মহারা
মত্ত সবে তব নাম গেয়ে ।

তোমার মঙ্গল-নাম,
সকল শান্তির ধাম,
একবার যেবা করে গান,
সুবিমল সুখ স্রোত
তার প্রাণে প্রবাহিত,
ধুয়ে যায় যত মিথ্যা-ভান

দুঃখের তরঙ্গাঘাতে
পারে না তাহার চিতে
বিন্দুমাত্র আবর্ত্ত আনিতে ;
কাম-ক্রোধ-লোভ-আদি
আছে প্রাণে যত বাদী,
বাধ্য হয় তোমারে মানিতে।

পার্থিব ভাবনা যত—
সব হয় তিরোহিত,
পাপ-ইচ্ছা নাহি পায় স্থান ;
ধন্য হে বিশ্বের পতি !
তব পদে করি নতি,
লহ স্তুতি করুণা-নিধান !

৪

সত্য তোমার সার্থক নাম,
করুণা তোমার গন্ধ,
মঙ্গল তব রূপের বিভায়
আঁখি পায় চির অন্ধ।
বীর্য্য তোমার পরশ-মাধুরী
ন্যায়ের সায়কে ছাঁদা,
চেতনা-বিদ্ধ নিয়ম-বদ্ধ
বিশ্ব পড়েছে বাঁধা।
চির আনন্দ তব রস-সুধা
সিঞ্চিত ধরা-গাত্রে,
চরাচর-বাসী সে রস-সুষমা
পিয়িছে জীবন-পাত্রে।

তোমার নিয়মে সকল মন্ত্র
একই তন্ত্রে সাধা ;
সুন্দর তব নন্দন-বীণা
লয় ও ছন্দে বাঁধা।

মন্দির

তোমার রচিত বিধি-ব্যবস্থা
স্বস্তি-তুলিকাঘাতে—
শক্তি-জতুর মসী-অঙ্কিত
ভুবন-ভূর্জপাতে।

ধন্য তুমি হে পুণ্য-পুলক,
ধন্য তোমার বাঁশী ;
জন্ম ও ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু,
সকলি তোমার হাসি !
দিয়েছ করুণা পরাণের কোণে,
রুচি দি'ছ তব নামে ;
দিয়েছ ভক্তি, যুঝিতে শক্তি
জীবনের সংগ্রামে।
দিয়েছ ধৈর্য্য, দিয়েছ বীর্য্য,
দিয়েছ বিচার-বুদ্ধি ;
দি'ছ পবিত্র প্রণয়-দীক্ষা,
শিক্ষা সরম শুদ্ধি।

নমো নমো নম অচেনা-পুরুষ,
অজানা তোমার দ্যুতি ;
বিশ্ব-ব্যাপিয়া বিস্মিত প্রাণী
করিছে তোমারে নতি।

ধন্য সত্যময় !
সত্য-সন্ধ, সত্য ছন্দ সঙ্গীত সুর লয়।
সত্য রচনা বিশ্ব-ভুবন,
সত্য স্বভাব-শোভা-বিনোদন,
সত্যের সাথী, সত্যের রথী, সত্য এ অভিনয় ;
ধন্য সত্যময় !

ধন্য হে ন্যায়বান !
ন্যায়ের দণ্ড অতি প্রচণ্ড, নহে অণু ব্যবধান।
কর্ম্মফলের বিশ্বত-ধাতা,
অতি বিচিত্র বণ্টন প্রথা,
জ্ঞানী-অজ্ঞান ধনী-নির্ধনী সকলের সম মান ;
ধন্য হে ন্যায়বান !

ধন্য হে তব দয়া !
দয়ামাখা তব শাশ্বত দ্যুতি, তিলেক নাহিক' মায়া।
দয়া-শিরোমণি দয়ালসিন্ধু,
স্নাত সংসার পেয়েছে বিন্দু,
মধুর করেছ বিধুর সুষমা, বন্ধুর দিয়েছ ছায়া ;
ধন্য হে তব দয়া !

দিয়েছ হে পিতা মাতা!
তব প্রতিনিধি, সাক্ষাৎ তুমি, ভূতলের মম ধাতা।
মাতার চক্ষে দি'ছ স্নেহ-নীর,
বক্ষে দিয়েছ স্বাদু দ্রব ক্ষীর,
রক্ষা করিছ সম্পদে শোকে পিতা রূপে তুমি পাতা;
দিয়েছ হে পিতা মাতা!

দিয়েছ প্রিয়ার হাসি!
আঁধার-মাখান' অন্ধকারের মাণিক জড়ান' শশী।
কহিতে শুনিতে উঠিতে বসিতে,
দোসর দিয়েছ ভাল যে বাসিতে,
তোমার প্রেমের এক ফোঁটা আলো ভূতলে পড়েছে খসি;
দিয়েছ প্রিয়ার হাসি!

দিয়েছ আমারে সব!
ঘুচিল না তবু ভিখারীর মত সদা নাই নাই রব।
সুনিয়ন্ত্রিত মঙ্গল বীণ্
বাজাও আমার প্রাণে চিরদিন,
তোমার বিধান মানিতে শক্তি দেহ মোরে অভিনব;
দিয়েছ আমারে সব।

মন্দির

ওগো, সত্য-শাসিত নিত্য-ভূমিতে মিথ্যার কেন বাস ?
ওরা প্রবঞ্চনার মঞ্চ রচিয়া সুখে থাকে বারমাস।
ওরা জীবনের পথে সুধীর-ললিতে কহে কত মিঠা কথা,
পুন সুযোগ বুঝিয়া স্বার্থ সাধিয়া ত্বরিতে লুকায় কোথা !

তুমি ন্যায়বান যদি, তবে কেন ধাতা, গর্ব্বের এত জয় ?
কেন অত্যাচারের তপ্ত বালুকা ব্যাপ্ত ভুবনময় ?
কেন সুখের ভবনে দুখের রাগিণী মথিত করে গো চিত্ত ?
কেন তব বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে এত তাণ্ডব নৃত্য ?

কেন কেন দয়াময়, নির্দ্দয় তুমি চরাচরবাসী-জনে ?
কেন শক্তি-দণ্ডে পিষিছ সকলে কঠোর নিষ্পেষণে ?
কেন দান্ত সুশীল শান্ত জনেরা কর্ম্ম-কীলকে ধরা ?
কেন যোগী আর রোগী ভোগী আর ত্যাগী সব জীয়ন্তে মরা ?

কেন সূর্য্য ঢাকিয়া মেঘ উত্তরী, চাঁদে কলঙ্ক লেখা ?
কেন সিক্ত শিশিরে রিক্ত শাখাটী, ময়ূর কণ্ঠে কেকা ?
কেন গোলাপ গুচ্ছে কণ্টক-ঘন, রমণীর চোখে বিষ ?
কেন সাম্য-বাসিত রম্য ভূমিতে কাম্য-কামনা-রিষ্ ?

এই সুন্দর শোভা-সুষমার প্রাণ আছে কি হে কোন জন ?
শুনে আর্ত্তজনের শোক-চীৎকার কাঁদে না তাঁহার মন ?
একি অন্ধশক্তি, ঘূর্ণিত যেন কুম্ভকারের পাকে ?
তাই নির্জ্জীব-প্রায় সজীবের দুখে চক্ষু মুদিয়া থাকে ?

৭

সুন্দর এ ধরা কি গো ঘোর অন্ধ-শক্তির বিকাশ ?
তন্তি-হীন তন্তু-রাশি, গ্রন্থি-হীন গ্রন্থনের ফাঁস ?
প্রসূত ব্রহ্মাণ্ড-অণ্ডে এত দীপ্ত জীবনী-ফোয়ারা,
প্রসূতি কেবল শূন্য প্রাণহীন, নাহি কোন সাড়া ?

তাই যদি,—তবে কেন বিশ্বগ্রাসী অফুরন্ত আশা
ঘুমন্ত পরাণ কোণে শান্ত-ছায়ে বাঁধিয়াছে বাসা ?
কেন কেন সঙ্গোপনে অতি দূরে পরাণের পুরে
ঝঙ্কারে মধুর বীণা, নব ছন্দে ক্রন্দনের সুরে ?

আছে যদি,—তবে কেন বিশ্বাসের নিশ্বাস বিবরে
হাস্যহীন অবিশ্বাস নিঃসঙ্কিত আশ্বাসে বিহরে ?
সত্য-ন্যায়-দয়া-ধর্ম্ম পরিপূর্ণ যদি রচয়িতা,
অসত্য-দুর্নীতি তবে পরতে পরতে কেন গাঁথা ?

কে আমি, কি আমি ওগো, কেন আমি বিশ্বের বাসরে ?
অবিশ্বাস প্রতারণা কেন পূর্ণ সত্যের সংসারে ?

৮

কে তোমরা চারিদিক ঘিরে ?
হাতে লয়ে বাসি মালা, সাজায়ে বরণ-ডালা,
আদরে ভুলাতে চাও মোরে ?
মুখে মেখে ক্ষিপ্ত-হাসি, হেঁকে কও 'ভালবাসি'
বাঁধিতে চাহ গো মায়া-ডোরে ?
বাজায়ে স্বার্থের ঢোল, তুলিয়াছ মহা-রোল,
গর্জ্জনে গগন গেছে ভরে' ?
কে তোমরা চারিদিক ঘিরে ?

ও সকল আমি ত না চাই !
শৈশবের খেলা ধূলা, আনন্দের দাগ গুলা,
পুড়ে আজ হয়ে যা'ক্ ছাই।
কি জানি কিসের তরে পরাণ আকুল করে,
জানিনা কোথায় ছুটে যাই ;
শুনিলে আনন্দ-গাথা প্রাণে কেন বাজে ব্যথা,
সুখ মাঝে দুখ জাগে ভাই !
সরস হরষ তান, আহ্বানে খেদের বান,
তৃপ্তি মাঝে অতৃপ্তি সদাই ;—
তাই গান শুনিতে না চাই।

মন্দির

অনন্ত অম্বর-কোলে, হাসিয়া তারার দোলে,
ভেসে যায় জ্যোছনার চাঁদ ;
এমন নিঝুম রাতে, কি জানি কোথায় যেতে
মনে মনে হয় বড় সাধ।

রজত কৌমুদী-মালা, ধরা-বুকে করে খেলা,
হাসে চারু কাননে কুসুম ;
মৃদুল মলয় বায়, কানে কি যে ক'য়ে যায়,
আলসে বিবসে আনে ঘুম।

ফুটন্ত হাসির মাঝে মোর কেন ব্যথা বাজে,
দুঃখ আনে এ সুখের তানে ?
ছেড়ে সংসারের আশা, রিপু-করা ভালবাসা,
কি জানি কি ভাবে প্রাণ টানে।

কি জানি কি ভাবে হায়, জীবন বহিয়া যায়,
কার তরে ঘুরি দিবানিশি ;
সংসারের প্রেম দানে, উল্লাসের দগ্ধ ভানে,
পার কি তা' নিবারিতে আসি ?

তবে আর কেন এত করিতেছ ওতপ্রোত
হৃদয়ের নিদ্রিত বাসনা !
অপূর্ণ রহিবেযাহা, কি কাজ শুনিয়া তাহা;
সে দুরাশা কভু মিটিবে না।

মন্দির

কে তোমরা ঘিরে মোরে,   দানব দানবী যত,—
তোমাদের প্রণয় না চাই ;
আমি যেন মরি পুড়ে'   অবোধ পতঙ্গ মত,—
লয়ে মোর দুখের বড়াই ।

যা' আছে আমার আছে,   যাবনা তোদের কাছে,
এক বিন্দু স্নেহ নাহি চাব ;
বেদনার আঁখি জল,   কিম্বা আঁখি ছল-ছল,
চাই না গো,—আমি একা রব ।

যা' আছে আপন ঘরে,   তাই নিয়ে রব পড়ে'
ভিক্ষা মাগি দাঁড়াব না আর ;
সতর্কে ওজন করা   চাই না স্নেহের ভরা,
চাই না এ ছিন্ন মণিহার ।

নীরবে আপন প্রাণে   মগন রহিব গানে,
দয়া করে' দূরে যাও সরে' ;
কে তোমরা ঘিরিয়াছ মোরে ?

৯

ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে, আমি ত তোদের নই,
নীরবে আপন ভুলি মরমে মরিয়া রই।
আবিল কৈতব প্রেম,—ক্ষুদ্র হৃদয়ের দান,
হেন তুচ্ছ প্রতিদানে তৃপ্ত নহে মম প্রাণ।
যত্নে আবরিয়া বুক, মুখ-ভরা হাসি-রাশি,
আপন বঞ্চনা হেন আমি ত না ভালবাসি!

করুণ মল্লার-রাগে দীপ্ত দীপকের গান,
এ কেমন কপটতা, এ কেমন মিছে ভান!
অনাদর অবিশ্বাস উপেখা' সংসারময়,
অকৈতব দিব্য প্রেম জগতে সুলভ নয়।
তবে কেন মোরে নিয়ে বৃথা কর টানাটানি?
তোরা দিবি ভালবাসা?—আমি ত তোদের জানি!

নিরজন বনমাঝে তাই আসিয়াছি ছুটে,
হেথায় বাঁধিব ঘর বিমল তটিনী তটে।
আপনা পাশরি হেথা হেরিব কনক-ছবি,
জীবন-গগন-কোণে জাগিয়া উঠিবে রবি।
বসিয়া বকুল-শাখে পাখিরা গাহিবে গান,
মাতিবে পরাণ মোর সেই সাথে ধরি তান

সাধের বীণাটী লয়ে ঘুম-পাড়ানিয়া তানে,
বাজায়ে হৃদয়-তন্ত্রী গাহিব মরম গানে।
শুনে মোর ভাঙা বীণ্ যে আসিবে মন-সুখে,
আমি যে তাহার হব, লুঠিয়া লইব বুকে।
সোহাগে উথলি নদী বহে' যাবে কুলু-কুলু,
উজলিয়া তট-ভূমি ফুটিবে কনক ফুল।
ফুটন্ত-অস্ফুট' কলি আরামে হাসিয়া চা'বে,
আপনা-আপনি ফুটি নিজ মনে ঝরে' যাবে।
আকাশের শিশুগুলি ধীরে ধীরে হেথা আসি'
অনাবিল ভালবাসা ছড়াইবে কাঁদি-হাসি।
এ হেন দুর্লভ প্রেম পাইয়া পরাণ মোর,
ডুবিয়া রহিবে ভাবে, বহে' যাবে আঁখি-লোর।
আপনা-বিভোল হয়ে কি যেন কি রূপ দেখি,
হৃদয়ের পাতে পাতে যতনে রাখিব আঁকি'।
সে রূপ পরাণে মাখি উতরিব সব বাধা,
বীণার ধৈবত-সুরে সে রূপ রহিবে সাধা।
আপন যৌবন খানি,—দু'দিনের মহাধন,—
ঢেলে দিব পূত-পদে আমার এ প্রাণ-মন।
সেথায় যাইব আমি, অনন্ত যৌবন-তীরে,
যেথা মোর ধ্রুবতারা শান্তির সাগর-নীরে।

সেই আশে আশে আমি সদা নিরজনে রই,
ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে আমি ত তোদের নই।

১০

কেন গো পরাণ মম
আকুলি ব্যাকুলি করে ?
বিষাদ খেলিছে যেন
হৃদয়ের থরে থরে।
কেন এত আঁখি-জল,
কেন এত হা-হুতাশ ?
কেন এত উতরোল,
কেন তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ?

জানি না কি এক মোহে
ঘিরেছে অন্তর হেন,
লাঞ্ছিত জীবন দহে
দারুণ অনলে যেন !
ধমনি-শোণিত-স্রোত
বহিছে উন্মদ বেগে,
একি ব্যাধি বুঝিনা-ত,
ঘিরিল গো একি রোগে ?

কি এক ভুজঙ্গ অহো !
দংশিয়াছে মোর বুকে
হলাহলে জ্বলে দেহ,
বচন সরে না মুখে।

মন্দির

কেন এ হৃদয়-কক্ষে
বাজিছে বিষম ব্যথা ?
[illegible]ছে কোমল বক্ষে
অতি সকরুণ গাথা !
জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে
পারি না মিলিতে হায় !
চিত্রিত হৃদয়-পত্রে
বিষাদ-তুলিকা ভায়।

গাহিব বলিয়া মনে
ত্রিতারে ঝঙ্কার দিলে,
আপনা হইতে বীণে
বিষাদ গাহিয়া ফেলে।
শূন্য জীবনের খাতা,
ভরা শুধু ব্যর্থ গানে,
অবশিষ্ট কটা পাতা
পূর্ণ হোক্ সুধা-তানে।

কে আছ আপন-জন !
এস যদি থাক কেহ !
সঁপিব হে এ জীবন,
ধর অর্ঘ লহ লহ।
স্নিগ্ধ করে দাও মুছে
পরাণে অনল-লেখা,
বাঞ্ছিত এস হে কাছে,
ব্যক্ত রূপে দেহ দেখা।

১১

এত অবজ্ঞার ভার,
এত বোঝা যাতনার,
বহিতে পারি না আর,
বল কোথা যাই !

নিরাশে ডুবিয়া মন
করে আঁখি বরিষণ,
খুজিয়া মনের মত
মানুষ না পাই ।

উজল চাঁদ্‌নী নিশি,
আলোকিত দশদিশি,
কী মোহন বিশ্ব-ছবি
তুলিকা-চিত্রিত ;

যেন কোনো সুরপুরে,
অতি সকরুণ সুরে,
মরম-সঙ্গীত মম
হইতেছে গীত ।

মন্দির

কৌমুদী-বিধৌত রাকা,
মরম-পরাণে আঁকা,
তাড়িত-জড়িত জ্যোতি
প্রাণ ছুঁয়ে যায় ;

একটী কনক-লতা
যেন প্রাণে কয় কথা,
একটী আনন্দ-গাথা
গুমরিয়া গায়।

মিলাইয়া প্রাণে প্রাণে,
বিষাদের মৃদু তানে,
কি জানি কাহার সনে
গাহিবারে চায় ;

খেদ-বিজড়িত গানে,
ক্ষণিক বিভোল তানে,
মনের মানুষে ডাকে,
আয় আয় আয়।

১২

হৃদয়-কানন তাঁর সরল সুন্দর,
বসন্ত-কুসুম ভরা ফুল্ল মনোহর।
নন্দনে মন্দার-বনে পাতিয়া আসন,
কমলের শতদলে বিরাজে কেমন!
আঁচলে মলয়া তাঁর কণ্ঠে তারাহার,
জড়াইয়া শান্ত-জ্যোতি দীপ্ত-চারিধার।
দরশন মাত্র হয় হরষিত মন,
সে দেশে ভানুর তাপে দহেনা জীবন

কত দিন কত বেলা করেছি যতন,
পাইতে দুর্লভ সেই প্রিয় প্রাণধন।
নিষ্ফলে তপস্যা করি কাটানু জীবন,
বিফল আমার যত পূজা আয়োজন!

জীবনের সুখ-স্বপ্ন আঁধারের ছায়,
আমার লুকানো ব্যথা কে বুঝিবে হায়!

১৩

ক্ষীণ অবসন্ন সুপ্ত ব্যথিত পরাণে,
তোমার নিখিল তন্ত্রে পারিনা মিলিতে ;
সুদীর্ঘ জীবন মম ভরা দুখ-গানে,
আনন্দের তান কেন পারিনা সহিতে ?

কে তুমি, নিবারো তৃষা, মিটাও হে ক্ষুধা,
বল প্রভু, কোন্ বলে হইব সবল ?
অনাহার শীর্ণ-প্রাণে সার হল কাঁদা,
হে অভীষ্ট, দেহ পুষ্টি, দেহ শান্তি জল !

নবীন উদ্যমে মোরে দাও মাতাইয়া,
ডেকে লও তব প্রিয় জগতের কাজে ;
চির পুণ্য কর্ম্মভূমি উঠুক্ ফুটিয়া,
সাজাইয়া দাও দিব্য সঞ্জীবনী-সাজে।

উদ্বোধন-আরাধনা-ধেয়ান-প্রার্থনা,
সার্থক হউক্ আজি মম উপাসনা।

১৪

আর কতকাল হেন সং-সাজে সাজি,
থাকিতে হইবে বল এ সংসারে মজি' ?
আর কতকাল মোহ কালিমা জড়ায়ে
তোমারে ভুলিয়া রব কর্ত্তব্য হারায়ে ?
আর কতকাল বল বৃথা কথা কয়ে'
জীবন কাটাতে হবে দুখ-গান গেয়ে ?
আর কতকাল বল তোমার সন্তানে
প্রীতি-প্রেম ঠেলি', চাব ঘৃণার নয়ানে ?

আশীর্ব্বাদ কর প্রভু, আমি দীন-হীন,
চরিত্র পবিত্র যেন রহে চিরদিন।
বাহু হোক্ বজ্র-সম অন্যায়-শোধনে,
প্রাণ হোক্ পুষ্প-সম দুখীর রোদনে।

চলেছি জীবন-পথে অতুল গৌরবে,
রক্ষা কর বীরবাহু, জীবন-আহবে।

২

মন্দির-পথে

(বৃক্ষত্ব—সেবা)



১

তব মন্দির-দ্বারে আরতি-ঘণ্টা
বাজে প্রভু, বাজে বাজে !
কর সজ্জিত মোরে রাগ-কজ্জলে,
উজ্জ্বল নব সাজে

গ্রন্থি সকল মন্থন করি,
অন্তর মম দেহ রসে ভরি,
মন্দির-পথে লহ আগুসরি,
কণ্টক-ঘন মাঝে,
ওই শুনা যায় মন্দির-দ্বারে
আরতি-ঘণ্টা বাজে।

ঘণ্টানাদের মধু আবাহন,
কণ্ঠে আমার বাজাও সঘন,
সুপ্ত সুষমা কর গো চেতন
দীপ্ত দীপক ঝাঁঝে ;

বল কোথা পথ হে রাজার রাজা,
কোন্ দিকে বাজে আরতির বাজা ?
সার্থক কর ব্যর্থ এ খোঁজা,
পাই পাই পাইনা যে ;
মন্দির-দ্বারে আরতি-ঘণ্টা
ঐ ঐ মধু বাজে।

২

বাজে প্রভু, বাজে বাজে !
বিশ্ব-মথিত-ব্যথিতের সুরে
করুণ লহরে বাজে।
জগতের যত অভিশাপ-রাশি,
বজ্র-ছন্দে আসিতেছে ভাসি,
অত্যাচারের মূর্ত্তি বিকাশি
সেজেছে রক্ত-সাজে।

বাজে প্রভু, বাজে বাজে !
মেঘ-পিঙ্গল-তৃষিত-গগনে
নিছক-ধারায় বাজে।
দরিদ্রতার দীর্ঘ-নিশ্বাস,
দারুণ দুখের দামিনী-বিকাশ,
দানবের দলে দামামা-উলাস,
একতারে আজি বাজে।

বাজে প্রভু, বাজে বাজে !
আরাম-শূন্য অবিরাম-সুরে
দৈন্য-সরমে বাজে ।
অযুত-কণ্ঠে অশেষ ছন্দে,
কণ্টক-পথে উতাল গন্ধে,
ঘণ্টা-নিনাদে সকল রন্ধ্রে
ক্রন্দন বহি' বাজে ।

বাজে প্রভু, বাজে বাজে !
আমার হিয়ার অণুতে অণুতে
শোণিত শোষণে বাজে ।
চিত্ত-দলন চীৎকার-ধ্বনি,
ব্যাকুল-কণ্ঠে বেহাগ-রাগিণী,
ভিতরে বাহিরে চৌদিকে শুনি,
গগনে গগনে বাজে ।

৩

ওই যে কাঁদিছে কাঙাল-আতুর,
বেদনার ধারা চক্ষে ;
আর কতকাল রহিবে ঘুমায়ে
লালসা-লালিত কক্ষে ?
সুপ্ত পরাণ, জাগো জাগো আজ,
বাহিরে দাঁড়াও এসে ;
কনক-জড়িত পথের ধূলায়
যাও রে নীরবে মিশে।

দেখরে চাহিয়া জগৎ জুড়িয়া
অশেষ দুঃখ-দৈন্য ;
তৃষিতের নাই পিয়াসার বারি,
ক্ষুধিতের নাই অন্ন
ব্যাধি-খরসরে ব্যথিত-মথিত
দুর্ব্বল নর-নারী ;
সঞ্চিত শুধু হাহাকার-ধ্বনি,
সম্বল আঁখি-বারি

আরে আরে মন, ক্ষিপ্তের মত
হাসিছ কিসের সুখে ?
[illegible]্যাপিত ক্রন্দন-রোল
বাজে না কি তোর বুকে ?
বসুন্ধরার তাণ্ডব-লীলা
দেখিয়া দেখিয়া তুমি,
চেয়েছিলে মন, নীরবে নীরবে
থাকিতে চুমিয়া ভূমি।
বিশ্বে হেরিয়া বিষের লহর
দোষিছ মহেশ্বরে !
বিরাম-শয়নে আরাম লভিছ
আপন সুখের ঘরে।

এস এস মন, জগতের রোলে,
জাগো জগতের কাজে ;
জগত-নাথের যজ্ঞ-সভায়
সাজ রে যোগ্য সাজে।
বচনে বহিয়া সান্ত্বনা-রাশি,
চক্ষে করুণা-ধারা,
বক্ষে নে' সমবেদনার শ্বাস,
পথে এসে দাঁড়া দাঁড়া।

৪

চল সবে চল জগতের কাজে, সাধিতে হইবে সাধনা,
ভাই ভাই মিলি দাঁড়াইব মোরা, ভুলিয়া অতীত বেদনা।
আনন্দময় বিশ্ব-ভুবনে দুখ-গাথা আর গাবনা,
জীবন-আহবে বিজয় লভিব, পরাজিত কভু হবনা।

দুখে রোগে শোকে প্রতিবাসীজনে দিব আশ্বাস-মন্ত্রণা,
ব্যথিত দেখিলে, সুমধুর বোলে করিব তাহারে সান্ত্বনা।
পাপের যাতনা আর ত রবেনা, পাপ-পথে কেহ যাবনা,
নিরাশার কথা, আঁধারের গাথা, ভুলেও কখন' গাবনা।

এস সবে মিলি হই আগুয়ান, পিছে ফিরি আর চাবনা,
যে রহিবে পড়ে' তুলিব গো ধরে' মরে' যেতে কারে' দিব না।
দেখরে চাহিয়া হাসিছে যামিনী, হাসিছে উছল চাঁদিমা,
আঁধারের মাঝে কেন পড়ে' তবে, মুছে ফেল সব কালিমা।

চল রে বাজায়ে বিজয়-বাদ্য, লইয়া বিজয়-নিশানা,
সে প্রেম-কিরণ লুকিয়া পরাণে বিজয় কর রে ঘোষণা।

৫

এই [illegible]-ভুবনে সবার চরণে
যে দিন এ শির লুট্‌বে,
সে দিন তোমার মন্দিরে যেতে
পথের খবর জুট্‌বে।

যে দিন হইয়া দীন হ'তে দীন,
তৃণ সম মোরে গণিব গো হীন,
সে দিন গোপন পথটীর চিন্‌
আপনি হাসিয়া ফুট্‌বে;
ছোট বড় যত সবার চরণে
যে দিন এ শির লুট্‌বে।

সুন্দর তব মন্দির-পথ
ঢেকেছ কনক-ধূলে,
গুপ্ত পথের দীপ্ত রেখাটী
সবার চরণ মূলে।

দুর্ম্মদ মম গর্ব্বিত হিয়া,
মন্দিরে যাবে কোন্‌ পথ দিয়া,
অহঙ্কারের আঁজন মাখিয়া
সে পথ নাহিক মিলে;
বিমল পথের সরল রেখাটী
সবার চরণ তলে।

৬

ওগো, করে' দাও মোরে ধূলি !
পুণ্য-পথের ধন্য-তলায়
বন্ধন দাও খুলি।

বিশ্ব-বাহিনী পুলকে চলিয়া,
যাক্ যাক্ মোরে চরণে দলিয়া,
দুর্বিনীত এ গর্ব্বিত হিয়া
হাঁক্ ডাক্ যাক্ ভুলি ;
করে' দাও মোরে পথের কাঙাল,
সবার চরণ-ধূলি।

সুখ-পুলকের উল্লাস-সাড়া,
ব্যথিত জনের বেদনার ধারা,
খেদ-আনন্দ সকল ছন্দ
বাজাক্ সমান বুলি ;
সবার লাগিয়া দুঃখে ও সুখে,
উড়াইয়া মোরে দাও শতমুখে,
বুলাইয়া দাও তপ্ত এ বুকে
সকল রঙের তুলি।

ভেদাভেদ মম দাও গো ঘুচায়ে,
গরিমার কাল-কালিমা মুছায়ে,
সবার চরণে শীতলতা দিয়ে
ধূলি হবে পদ-রুলি ;
চরণ চুমিয়া নীরবে হাসিবে
অণু-পরমাণু গুলি।

৭

তব বিশ্ব-বীণার শাশ্বত-সুরে একি এ বাজনা বাজে !
কেন অন্ধকারের দ্বন্দ্ব আমার উছল ছন্দে সাজে ?
কেন দিক্-দিগন্তে অন্ত-হীনের শান্ত মোহন সুর,
মম অন্তর-তল মন্থন করি বাজিতেছে সুমধুর ?

কেন সকলের দুখে, সকলের সুখে, হেরি তব মুখছায়া ?
কেন সকলের সুরে তোমার বীণাটী রচিছে মোহন মায়া ?
কেন এ মম তনুর প্রতি পরমাণু কেবল তোমারে চায় ?
কেন চিত্ত ব্যাকুল জুড়াইতে তব মন্দির-তরু-ছায় ?

ওগো আমি যে তাপিত, দাও দাও মোরে স্নিগ্ধ শীতল ছায়া ;
এই ব্যথিত জনের বেদনার ভার লহ লহ—কর দয়া।
মম পিপাসিত চিতে ধারা বরষিতে কেহ নাই তুমি ছাড়া ;
মম সন্তাপ হর, শান্তি-দেবতা, খোল বন্ধন-কারা।

মন্দির

৮

নিরানন্দ জীর্ণ জরাতুর বিশ্ব হ'তে
ওগো, নিয়ে যাও মোরে পূর্ণ বিশ্বাতীতে
তোমার মন্দির দ্বারে ; দাও ছিন্ন করে'
বহু আড়ম্বরে গড়া আসক্তির তারে
গাঁথা, হীরক-জড়িত এই লৌহময়
কঠিন শৃঙ্খল।

তব সনে সাধ হয়
পবন-মাতলি পৃষ্ঠে চড়িয়া ভ্রমিতে
দিক্-দিগন্তরে ; কিম্বা পর্ব্বতে পর্ব্বতে
দীপ্ত দীপ-শিখা মত নৃত্য করিবারে।
ধন্যা বন্যারাণী যবে বর্ষার পাথারে
এলায়ে কুন্তল-জাল শান্তোজ্জ্বল বেশে
আসিবে হাসিয়া, আমি তারি সনে মিশে
একান্তে হৃদয় ঢালি চলিব ভাসিয়া,
কোন্ সে সুদূর দেশে তোমারি লাগিয়া।

৯

স্বপনে ডুবিয়া যাক্ মম জাগরণ
হে স্বপন-সখা, মুক্ত কর আবরণ
শীতল বক্ষের তব ; লয়ে যাও মোরে
হীরক-নিথর-গড়া মন্দির দুয়ারে—
বিশ্বাতীত মোহময় বিশ্বে ; নিরন্তর
কঠিন আঘাতে মম ভাঙিছে পঞ্জর,
কঠিন নীরস শুষ্ক মৃত্তিকা পরশে।

ওই দেখা যায় তব দেশ, যেথা বসে'
দীপ্ত তুমি মহাজন, ক্ষিপ্তের মতন
গণিছ তরঙ্গ-মালা, উত্থান-পতন
আকুলি-ব্যাকুলি যত ; ওই বহে' যায়
ভেসে যায় চলে যায় না জানি কোথায়
লহরে লহরে ; মোরে লও সাথে করি'
স্নিগ্ধতার মাঝে রাখ মুগ্ধতা আবরি।

১০

আমি চাই গো তোমারে চাই,
দীর্ঘ পথের দীর্ঘ যাত্রা,
আর কেহ সাথে নাই।

সন্দেহ-ঘন-কণ্টক-বনে,
ব্যথিত তৃষিত ব্যাকুলিত মনে,
তুমি-হারা মম অন্ধ জীবনে
পথ নাহি খুঁজে পাই;
দীর্ঘ পথের দীর্ঘ যাত্রা,
আর কেহ সাথে নাই।

সব যজমান-উদ্গাতা-হোতা
[illegible]-ব্রহ্মা-রক্ষক-পোতা,
[illegible]লের সুখ-দুখের বারতা
তোমাতে পেয়েছে ঠাঁই

বিশ্ব-লোকিত যজ্ঞ-সভায়,
ঋত্বিক-সাজ সাজে না আমায়,
সাম-উদাত্ত মন্ত্র-গাথায়
আহুতি ভুলিয়া যাই

সকল বাক্যে তোমার ছন্দ,
সকল নিয়মে তোমার বন্ধ,
সকলের দেহে তোমার গন্ধ,
এ কেমন ভাবি তাই ;

তব মণিময় মন্দির-দ্বারে,
দয়া করে' টেনে লহ গো আমারে,
বহু-বিলসিত একের মাঝারে
একেলা তুমি হে সাঁই !

১১

অন্তর মম আজি একান্ত
উন্মুখ তব তরে ;
দেখ হে রাজন্, হীন অভাজন
পথের ধূলায় পড়ে'

বান্ধব হীন অন্ধ এ দীন,
পীড়িত বোঝার ভারে ;
যুগ-যুগান্তে সঞ্চিত থালি
পূর্ণ নয়নাসারে।

ওই দেখা যায় মন্দির তব,
মণ্ডিত মোতি-হারে ;
কাঙাল মাগিছে রাজ-দরশন,
টেনে লও তব দ্বারে।

৩

মন্দির-তোরণে

(জীবত্ব—সঙ্গ)



১

হে রাজন্‌, ওহে রাজার রাজা!
আজি আশা করে' এসেছি দুয়ারে
শুনে আরতির বাজা

সুন্দর তব মন্দির মাঝে,
ধীর-গম্ভীরে ডম্বরু বাজে,
বিশ্ব-ভুবন সম্ভার সাজে
সম্ভ্রমে করে নতি ;

দিক্‌-দিগন্তে ব্যাপ্ত মহিমা,
শাশ্বত-পূত-দীপ্ত-গরিমা,
অতুল শৌর্য্য-বীর্য্য-সুষমা,
ধন্য ত্রিদিব-পতি !

মন্দির

অম্বর নীল ছত্র ধরিছে,
সমীর চামর ব্যজন করিছে,
বহ্নি দিব্য দীপালি জ্বালিছে
বিপুল পুলক ভরে ;
সিন্ধু লইয়া ভৃঙ্গার-বারি,
কাঁদিছে চরণ চুম্বন করি,
বসুমতী নব রস সঞ্চারি'
তোমার আরতি করে।

অন্ধ আতুর ক্ষুদ্র এ দীন,
সম্বলহীন সঙ্গিবিহীন,
দুখ-ক্রন্দনে কেটে গেছে দিন,
সংসার মোহ-ছলে ;
আনিয়াছ যদি মন্দির-দোরে,
ফিরায়োনা প্রভু, ফিরায়োনা মোরে,
অন্তর মম কাঁদিছে কাতরে,
তোমারে হেরিবে বলে'।

কে আছ প্রহরী, খোল খোল দ্বার,
আমি দরিদ্র প্রজা হে রাজার,
এসেছি হেরিতে রাজ-দরবার,
শুনে আরতির বাজা ;
মন্দির-দ্বারে কাঙাল কাঁদিছে
শুন হে রাজার রাজা !

২

হীরক-জড়িত সোনার চাবিটী
লইয়া কমল করে,
কে তুমি দেবতা, ভূতলে নামিয়া
ডাকিছ মোহন স্বরে ?

বয়ানে তোমার মধুময় হাসি,
নয়ানে তোমার করুণার রাশি,
বচনে ত্রিতাপ-বন্ধন খসি
নন্দন-সুধা ঝরে ;
কে তুমি দেবতা, সোনার চাবিটী
লইয়া কমল করে ?

সারা দেহে তব রাজার চিহ্ন,
দুয়ারীর বেশে কিসের জন্য ?
সহিয়া অশেষ দুঃখ-দৈন্য
ডাকিতেছ সকাতরে ;
যাত্রিক যত মন্দির ঘিরে,
সকলের বোঝা লয়ে নিজ শিরে,
দুয়ার খুলিয়া দিতেছ হে ধীরে,
করুণায় আঁখি ঝরে।

ধন্যা তুমি হে কাঙাল-বন্ধু,
বিশাল মরুর রসাল সিন্ধু,
শীর্ণ গগনে পূর্ণ ইন্দু
মণ্ডিত জ্যোতি-থরে ;
সুন্দর হেম-মন্দির মাঝে
সুন্দর রাজ-ইন্দ্র বিরাজে,
দুয়ারে দ্বারী কি সুন্দর সাজে,
সুন্দর চাবী করে।

খোল ওহে দ্বারী, খোল খোল দ্বার,
কহ গো পথের শুভ সমাচার,
বেদনা-পূর্ণ বোঝাটী আমার
নামাও করুণা ভরে ;
হেরিতে রাজার প্রেম-দরবার
পরাণ আকুল করে

৩

জ্যোতির্ম্ময় দিব্য-পুরুষ,
দীন-দরিদ্র সখা,
রাজাধিরাজের মন্দির-দ্বারে
কে তুমি দিয়েছ দেখা ?

উজ্জ্বল নব রূপের ধারায়
দিক্-দিগন্ত ভাসে ;
বেদ-বেদান্ত-পঙ্কজ, তব
ময়ূখ মাখিয়া হাসে।
সন্দেহমাখা অন্ধ আঁখির
জ্ঞান-অঞ্জন তুমি ;
নিত্য শান্ত ভ্রান্তি-বিহীন
ক্ষান্তি-রসাল-ভূমি।
আনন্দ-ঘন ব্রহ্ম-স্বরূপ,
পরম আরাম-দাতা ;
চেতনা-ছুপ্ত জ্ঞানের মূরতি,
দ্বন্দ্ব-অতীত ধাতা।
অনন্ত-ব্যাপী প্রশান্ত দ্যুতি,
সুমহান্ যোগানন্দী ;
অন্ধ-জীবনে গন্ধ-দীপালি,
নন্দন-পথ-সন্ধি।

মন্দির

পূর্ণ-রাগের স্বর্ণাভ জটা
 সুশোভিত শিরসিতে ;
গণ্ড-বাহিত করুণার ধারা
 আখণ্ড লোক-হিতে।

ললাট-দীপ্ত মোক্ষ-তিলক,
 বক্ষে তত্ত্ব-মালা ;
হাতে করঙ্গ—প্রেমের ভাণ্ড,
 দণ্ড—পারের ভেলা।

বলয়াঙ্কিত দক্ষিণ ভুজে
 মণ্ডিত বরাভয় ;
মধুর অধরে আধ-আধ বাণী
 শ্রবণে ত্রিতাপ ক্ষয় !

জ্ঞান-কৌপিন-বহির্বসন
 ভাব-তন্তর গাঁথা ;
উজ্জ্বল-রস-বিভূতি লিপ্ত,
 অঙ্গে শক্তি-কাঁথা।

সকল ধর্ম্ম বিধি-ব্যবস্থা
অতীত তোমার স্থান ;
সকল চেষ্টা, সকল কামনা,
তোমাতেই সমাধান।

সত্য তোমার সরস স্বরূপ,
সত্য-সাধনা মাখা ;
সত্যে স্থিতি, চির পরিণতি,
সত্যের চির-সখা।

নমামি ভক্ত, প্রেমানুরক্ত,
বিমল যুক্ত-যোগী ;
চির সংসারী, চির উদাসীন,
চির ত্যাগী, চির ভোগী।

চির জনমের বান্ধব তুমি,
চির মরণের সাথী ;
সঞ্চার' চির বাঞ্ছিত বীজ
মম জীবত্ব ভাতি।

৪

হে পুরুষ, একী বীজ করিলে বপন !
নিমিষে বন্ধন টুটি'
অন্তরে উঠিল ফুটি,
অনন্তের অন্তহীন বীণার স্বপন
একী বীজ করিলে বপন।

সংসারের দাব-দাহে,
আসক্তির আশু মোহে,
যে প্রাণ দহিতেছিল তুষের অনলে
উছল-উন্মদ-করা,
কোন্ মন্দাকিনী ধারা,
সে প্রাণ দিল গো ধুয়ে শান্তি-তীর্থ-জলে

বাসনার কসাঘাতে,
একান্ত ব্যাকুল চিতে,
কতই কেঁদেছি আমি স্মরি ভগবান্;
কভু বলিয়াছি পিতা,
কভু সখা কভু মাতা,
কভু স্বামী কভু ত্রাতা, না পেয়ে সন্ধান

লয়-হারা ছন্দ-হারা,
সন্দেহ-বেদনা ভরা,
দীর্ঘ দিন কাটিয়াছে গহন আঁধারে ;
আজি কি অপূর্ব্ব ছাঁদে,
দিলে মোর বীণা বেঁধে,
সহজ সরল সুরে,—জ্যোতিমাখা তারে ।

যে নামের সুধা তানে,
সন্ধান-বন্দনা-গানে,
যুগ-যুগান্তের আশা মিটিবে আমার,—
অমৃতের ধারা ধৌত,
ত্রিদিবের মন্ত্র পূত,
সে মধু-নিষ্যন্দী নাম করিলে সঞ্চার !

ধন্য দাতা ধন্য দাতা,
ধন্য দীনজন-ত্রাতা,
মম দৈন্য-দুখ ধন্য তোমার কৃপায় ;
তব শক্তি সঞ্চরণে,
চিত্ত আজি মত্ত রণে,
ভাঙিয়া অনন্ত-নিদ্রা কুণ্ডলিনী চায় ।

৫

পাপের পুরীষ মাঝে ছিলাম পড়িয়া,
অন্তর দহিতেছিল রক্ত-হুতাশনে ;
কে তুমি আসিলে দেব, আপনি যাচিয়া,
দুঃখ-তাপ ঘুচাইলে একটী বচনে ?

দয়ালের শিরোমণি, প্রেম-অবতার,
বিনয়ের খনি তুমি পতিত-পাবন ;
মম সম কত পাপী হইল উদ্ধার,
যাচিয়া সবার বোঝা করিলে বহন।

নিরাশার নিশোয়াসে হতাশ যে জন,
করিলে তাহার প্রাণে আশার সঞ্চার ;
অযাচকে যেচে দিলে রাতুল চরণ,
প্রহরীর সাজে তুমি হে প্রভু আমার !

সর্ব্ব-দুখ-ক্লান্তি-হরা সুর-শান্তিপুরে,
জন্ম তব দ্বন্দ্বাতীত অদ্বৈত-মন্দিরে।

৬

আজ পেয়েছি সে ধন !
যার লাগি কেঁদে সারা, অবশ পাগল-পারা,
ছিনু এতদিন ঠিক মরার মতন ;
নন্দনে মন্দার বনে, পূত দীপ্ত পদ্মাসনে,
পারিজাত-শতদলে ছিল যেই ধন ;
যে ধন পাবার লাগি, কত যোগী কত ত্যাগী,
অগণিত নানা ভাবে করে আরাধন ;
বসিয়া এ ভাঙা ঘরে, কেঁদেছি যে ধন তরে,
অন্তরের থরে থরে শোক প্রস্রবন—
যার লাগি প্রবাহিত ; ত্রিদিবের মন্ত্র পূত,
পবিত্র প্রীতির দান মমতা-মাখন—
আজ পেয়েছি সে ধন।

পেয়েছি সে ধন ভাই, পেয়েছি সে ধন !
যোগীজন-মনলোভা, শান্ত সমুজ্জ্বল শোভা,
অপরূপ চির-নব চির-পুরাতন ;
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কত, ধ্যান করে অবিরত,
যে সাধন সাধকের বুক-জোড়া ধন ;
নিরালম্ব কত ঋষি, যার লাগি দিবানিশি
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে রয়েছে মগন ;
ব্রহ্মাণ্ড যাহার তরে, অকূলে কাঁদিয়া মরে,
এতদিন অনর্পিত ছিল যেই ধন ;
ত্রিতাপ-বিনাশী সেই পেয়েছি সাধন।

মন্দির

দীনের কুটীরে ভাই, পেয়েছি সে ধন !
কত যুগ-যুগান্তরে, কেঁদেছি যে ধন তরে,
উদাসী সর্ব্বস্ব-ত্যাগী যাহার কারণ ;
যার তরে ভস্ম মেখে, দীর্ঘ জটা শিরে রেখে,
কত জন্ম কাটাইনু খুজি ত্রিভুবন ;
কম্বল সম্বল করি, সুখ-আশা পরিহরি,
শ্মশানে-মশানে কত করিনু ভ্রমণ ;
বাসন্ত-কুসুম ভরা, ত্রিজগৎ আলো-করা,
শোক-পাপ-তাপ-হরা কনক-রতন—
প্রাণের পবিত্রতম পেয়েছি সে ধন।

পেয়েছি সে ধন ভাই, দীনের কুটীরে !
কত জন্ম সেধে সেধে, কত যুগ কেঁদে কেঁদে,
পাইনি যাহার খোঁজ ত্রিজগৎ ঘুরে ;
মণিহারা ফণী-প্রায়, খুজেছি যাহারে হায় !
পর্ব্বত গুহায় কত গহন কান্তারে ;
নিবিড় কাননে ঢুঁরি, যাহার উদ্দেশে ফিরি,
কাটাইনু কত জন্ম ভ্রমি চরাচরে ;
কভু শূন্যে শূন্যে ফিরি, বুকে শত বজ্র ধরি,
পশেছি অতল-তলে খুজিতে যাহারে ;
এত দিনে মিলিয়াছে, ক্রন্দন ঘুচিয়া গেছে,
এতদিনে বাজিয়াছে পরাণের তারে,—
অমৃত-নিষ্যন্দী বীণা অনিন্দ্য লহরে।

আর ত ভাবনা নাই পেয়েছি সে ধন!
আমি ক্ষুদ্র অপবিত্র, প্রাণে জাগে পাপ-চিত্র,
না হয় মোহের ঘুমে আছি নিমগন;
পাপ-তাপ-দৈন্য জোড়া, হোক্ না হৃদয় পোড়া,
হোক্ না কালিমা-লিপ্ত সুপ্ত এ জীবন!
তথাপি আমার মত, কার ভাগ্য আছে এত,
কে পেয়েছে বিনা-মূলে এমন সাধন?
আপনি বিশ্বের পতি, দেখিয়া পতিত অতি,
কার লাগি বল আর ব্যাকুল এমন!
আর ত ভাবনা নাই পেয়েছি সে ধন।

আমি ত অধম অতি, জান তা' ঠাকুর!
হীন তুচ্ছ অবজ্ঞেয়, আমি পাপী বড় হেয়,
আমার সমান নাই পাষণ্ড অসুর!
কামনার কালীদহে, মগন বিলাস-মোহে,
আমার পাপের বোঝা করে' দাও চুর;
লহ প্রাণ লহ মন, করি আত্ম-নিবেদন,
কর আত্মসাৎ মোরে, মোহ কর দূর;
চাই না বাসনা-ভুক্তি, চাই না ঐশ্বর্য্য শক্তি,
তব পদে অনুরক্তি রাখ হে প্রচুর;
খুলিয়া মন্দির-দ্বার, দিলে আজি অধিকার,
করে' অঙ্গীকার পুন করো না হে দূর;
হে দয়াল দিব্য-দ্বারী, হে মোর ঠাকুর!

৭

কে তুমি গো পাপীজনে দেখালে পুণ্যের পথ ?
মন্দির-যাত্রিক লাগি আনিলে সোনার রথ ?
মর্ত্ত্যে অমৃতের বাণী কে তুমি শুনালে আজি ?
মোহিত করিলে চিত কি মোহন সাজে সাজি !
অবিচারে সকলেরে টানিয়া লইলে ধীরে,
জগতের পাপ-তাপ ধুয়ে দিলে আঁখি-নীরে ।

করুণার অবতার, কে তুমি কিছু না জানি,
নীরবে বিভোল প্রাণে প্রচারিলে আশা-বাণী ।
এমন দয়ার সিন্ধু দেখিনি মরতে আর,
চির দরিদ্রের তুমি ঘুচাইলে হাহাকার !
প্রেমিকের শিরোমণি, অপূর্ব্ব তোমার নাট,
মন্দিরের সিংহদ্বারে একি মিলায়েছ হাট !

মম সম দুঃখী তরে উদ্‌ঘাটিলে রুদ্ধ দ্বার,
ওই যে দেখিতে পাই নন্দনের দরবার !
একি এ বাজনা বাজে অনন্ত-অন্তর-তলে,
একি এ মন্দির-মাঝে কনক-দীপালি জ্বলে !
একি এ উছল ধারা উজলের সিন্ধু-নীরে,
উন্মদ লহরী-লীলা ভাসায়ে চলিল ধীরে !

৪

মন্দির-প্রাঙ্গণে

(মনুষ্যত্ব—অনুষ্ঠান)



১

চির সুন্দর চারু প্রাঙ্গণ-মাঝে
একী উদ্যান-মেলা !
এযে মুক্তাকাশের মুক্ত দোলায়
মুক্ত লহর খেলা।

চির লুণ্ঠিত-ঘন-শষ্পাবরণ
করিছে দণ্ডবৎ,
তার পৃষ্ঠ-বংশে অংশু-মেখলা,
সহজ সরল পথ।

কিবা দ্রাক্ষালতার পরাণ-পত্রে
রস-সম্পুট শোভা,
তার মদির গন্ধে মত্ত মলয়া
মাখিছে পুলক-আভা।

নব　　কুসুম-কুঞ্জে অলির গুঞ্জে
　　　　　　মেঘ-মল্লারে গান ;
কিবা　　জাতী যুথী আর মল্লিকা কুলে
　　　　　　সরস রসের টান !
কিবা　　কামিনীর কম-কোমল ছায়ায়
　　　　　　লজ্জাবতীর থানা ;
কিবা　　কুমুদীর কুম-কুঙ্কুম মাখি,
　　　　　　ভ্রমরের আনা-গোনা
কিবা　　অশথ্ বৃক্ষে বাসকের শাখে
　　　　　　আসক-মাখান' হাসি ;
কিবা　　বকুলের বনে মুকুল-মিলনে
　　　　　　চির বন্ধন ফাঁসি।

কিবা　　অমল গন্ধ বিমল ছন্দ,
　　　　　　গগনে চন্দ্র হাসে ;
মাখি　　সোহাগ-পরাগ সিত-অনুরাগ
　　　　　　প্রাঙ্গণ সুখে ভাসে।
কিবা　　ত্রিদিব লুঠিয়া তারকার হাসি
　　　　　　পুষ্পিত প্রাঙ্গণে ;
কিবা　　গভীর বাজিছে সুধীর-ললিতে
　　　　　　রিমি-ঝিমি-রিঙ্গণে।

আহা ধন্য জীবন ধন্য সাধন
ধন্য পুণ্য-ফল ;
নব উছল রঙ্গে ভাব-তরঙ্গে
বহে ধারা সুবিমল !
ওগো ধন্য গো তুমি সৌম্য-মূরতি,
রম্য তোমার মতি ;
এসে প্রহরীর সাজে প্রহরে প্রহরে
গ্রহণ করিও নতি।
যেন মুখ নাহি তুলি, পথ নাহি ভুলি,
পিছু দিকে নাহি চাই ;
যেন গোলাপ-গুচ্ছে কণ্টক খুলি
লুণ্ঠিত মধু পাই।

যেন জাতীর বীথিকা দক্ষিণে রাখি,
বাসকের তলা দিয়া,
নব সজ্জিত চারু লজ্জাবতীর
দলন করিয়া হিয়া ,
কম কামিনী-কুসুমে বাম দিকে ঠেলি,
চলে' যাই অনায়াসে ;
ওগো ওই দেখা যায় মন্দির-চূড়া
চন্দ্র-কিরণে হাসে।

২

সত্য-বচন সত্য-করম সত্য-সাধন-রথে,
সত্য-শাসন মস্তকে বহি' চলিব সত্য-পথে।
বক্ষে রহিবে সম-বেদনায় সব-ভূতে সম-দয়া,
করুণা-অশ্রু ধৌত করিবে কত জনমের মায়া।
বীর্য্য রহিবে যুগ্ম এ ভুজে যুঝিতে দিবস-রাতি,
পরিমিত ভোগে ফুটিয়া উঠিবে ত্যাগের দিব্য দ্যুতি।
এ-তিন তোমার বিজয়-বিধান, রহে যেন প্রাণে লেখ
এ-তিনের শ্বাসে বন্ধন খসি' নন্দন দিবে দেখা।

অন্তরে মম অযুত-দ্রোহী, নেশায় জীবন ভোর,
দ্রাক্ষা-ক্ষরিত গরল সেবনে কিবা প্রয়োজন মোর!
হিংসা-দ্বন্দ্ব-কুহক-ছন্দে প্রাণে চির হাহাকার,
নিত্য ভোজনে প্রাণীর হিংসা করিব না কভু আর!
অন্ন-ব্রহ্ম তোমার চিহ্ন, সতত রাখিব পূত,
পরশিতে কভু দিব না কাহারে, ত্যজিব পর্য্যুষিত।
এ-তিন তোমার নিষেধ-আজ্ঞা, রহে যেন প্রাণে লেখা,
এ-তিন শাসনে বন্ধন খসি' নন্দন দিবে দেখা।

মন্দির

সকল বিধান, সকল নিষেধ, নামের মন্ত্রে গাঁথা,
মন্দির পথে জপিতে জপিতে ঘুচিবে সকল ব্যথা।
সৌম্য নামের নম্র ছায়ায় রম্য পথের রেখা,
শ্বাসে-প্রশ্বাসে আশ্বাস-ত্রাসে, রহে যেন নাম লেখা।
নিত্য পুলকে সন্ধ্যা প্রভাতে তোমারে করিব নতি,
স্থির-আসনে যোগ-প্রাণায়ামে নামে হবে চির রতি।
অন্তরে মম ফুটিয়া উঠিবে সুন্দর প্রেমধাম,
নামের ছন্দে বন্দনা-গানে পূরিবে মনস্কাম।

৩

তব মনোময়-মূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ,
　　মন-সাধে মন-মাঝে বসাব প্রতিমা ;
সাজাইব নানাবিধ গন্ধ-উপাদান,
　　আনন্দ-সিন্ধুর স্রোতে ধুইবে কালিমা

পূজিব নিবিড়ে চিত্ত-কুশাসনে বসি'
　　কোষাকুসী হবে মম দুইটী নয়ান ;
কৃতাঞ্জলি পুটে লয়ে প্রেমের তুলসী,
　　শ্রীচরণে করিব গো প্রেম-অর্ঘ্য দান ।

ভকতি-নৈবেদ্য দিব সম্মুখে সাজায়ে,
　　উন্মদ-বাসনা জ্বলি' হবে ধূপ-দান ;
মহোল্লাসে প্রাণায়াম বাজনা বাজায়ে,
　　সকল আসক্তি আমি দিব বলিদান

গাহিবে অন্তর-বীণা উলাসে ঝঙ্কারি'
ঝরিবে নন্দন হতে তব শান্তি-বারি ।

৪

আমি তোমারে লইয়া রহিব !
আর যত সব বৃথা কলরব, সকল ছাড়িয়া আসিব।
গৃহিনী যেমন নিত্য পুলকে গৃহখানি রাখে ঝাড়িয়া,
তেমনি রাখিব চিত্ত আমার কালিমা-মুক্ত করিয়া।
চরণ আমার দরশন লাগি' তোমার নিকটে ছুটিবে,
বক্ষ আমার তব সাড়া পেয়ে স্পন্দনে দ্রুত ফুটিবে।
হস্ত আমার তোমারি বস্ত্রে তোমারেই নিতি সাজাবে,
পুলকে মাতিয়া বীণাটী লইয়া তোমার বাজনা বাজাবে
কণ্ঠ আমার কুণ্ঠা ছাড়িয়া তোমারি গাহনা গাহিবে,
রসনা আমার তব বন্দনা দিবস-রাত্র কহিবে।
নাসিকা আমার তোমার আসকে সরস গন্ধ স্বনিবে,
কর্ণে আমার পূর্ণ পুলকে তব গুণ-গান ধ্বনিবে !
নয়ন আমার রূপের মাঝারে মাধুরী ঝলকে ফুটিবে,
মস্তক মম ত্রস্ত হইয়া তোমার চরণে লুটিবে।
মম সারা দেহ-মন-প্রাণ-গেহ তোমারে বরিয়া লইবে,
এস এস দেব, অন্ধ-জীবনে চন্দ্র হইয়া রহিবে।

মন্দির

৫

হেসেছে তরুণ তপন পূব জাগানে,
এসেছে মলয় পবন ফুল-বাগানে।

গাহিছে তরুর ডালে সোনার পাখী,
বহিছে চক্রবালে রবির রাখী।

সকলে হাস্‌ছে সুখে বেদম হাসি,
বিফলে কাঁদ্‌ছে দুখে আঁধার রাশি।

এ হেন সুখের দিনে উদাস পরাণ,
কে যেন নবীন বীণে বাজাচ্ছে গান।

বল গো পাগল-করা কোথায় তুমি,
কবে গো পড়্‌ব ধরা চরণ চুমি।

এস গো এস এস জীবন-বনে,
ব'স গো ব'স ব'স চিদ্‌-আসনে।

গাহ গো গাহ গাহ হিয়ার দোলে,
লহ গো লহ লহ শীতল কোলে।

৬

অনন্ত অম্বর তলে,
মিটি মিটি তারা জ্বলে,
জ্যোছনার হাসি ভরা চাঁদ ভেসে যায় ;
দাঁড়ায়ে প্রাঙ্গণ-তলে,
আজি এ কিসের ছলে,
কোন্ সে অজানা-দেশে প্রাণ যেতে চায় !

রজত কৌমুদী মালা,
করে আজ একী খেলা,
ডাকে প্রাণ গানে গানে কোন্ শূন্য পানে ;
ছাড়িয়া ভবের বাস,
মিছা সংসারের আশ,
প্রাণ কোথা যেতে চায় কি গোপন টানে।

মৃদুল-বসন্ত-বায়,
চৌদিকে বহিয়া যায়,
সে সুরভি-শ্বাস আনে কার মধু হাওয়া ;
কার এ বীণার সুর,
প্রাণ করে ভরপুর,
টুটে বন্ধনের গ্রন্থি, মিটে' যায় চাওয়া।

মন্দির

অসার—অসার কায়া,
অলিক আসক্তি-মায়া,
ব্যর্থ ব্যাকুলতা-মাখা কান্না আর হাসি ;
সলিল বিম্বের প্রায়,
এই উঠে এই যায়,
অলিক স্নেহের খেলা, ভালবাসাবাসি ।

ছিঁড়িয়া মায়ার তন্ত্র,
বৈরাগ্যের মহা-মন্ত্র
আজি কোন্ যন্ত্রী, যন্ত্রে দিল বাজাইয়া ;
কোন্ মহা শুভ-যোগে,
অমূল প্রীতির রাগে,
সে মধু-মাধুরী প্রাণে উঠিল ফুটিয়া ।

জ্যোছনার স্নিগ্ধ তানে,
সৌরভ বহিয়া আনে,
ভোগের জড়তা মাঝে ত্যাগ জেগে উঠে ;
আজি যে শুনিতে পাই,
সুখে কভু সুখ নাই,
সব ভস্ম সব ছাই জগতের পটে ।

৭

লজ্জাবতী বাসনায়
　　ফুটেছে একটী ভাষা,
আর সব নিবে গেছে,
　　যত তৃষ্ণা যত আশা।
তবে আর কেন এত
　　বাসনা দেখিতে আলো!
মলিন হয়েছে মালা,
　　অন্তর হয়েছে কালো!
উঠা-নামা ঠিক যেন
　　জলদে বিজলি-উঁকি,
নিমিষে দেখাটী দিয়ে
　　নিমিষে আকাশে লুকি।

এত যদি হীন-বল,
　　থাক্ তবে ঘুমে থাক্,
অন্ধকারে থাকি পড়ে'
　　আলোটী নিবিয়া যাক্।
আসক্তির আকাঙ্ক্ষার
　　তীব্র দীপ্ত দীপ-শিখা,
চিরতরে ডুবে যাক্,
　　যেন নাহি দেয় দেখা।

৮

ওগো, আর ত পারি না সহিতে !
তপ্ত বুকের শোণিত ধারায়
বেদনার ভরা বহিতে,
দারুণ দহনে দহিতে।

একী বিভীষণ ভৈরব মেলা,
স্তব্ধ নিথর গহন কুহেলা,
পুঞ্জীকৃত এ অঞ্জন-ঝালা
রঞ্জিত কার আঁখি !
কার এ বিকট বদনের হাসি,
অশনির ঝাঁঝে উঠেছে বিকাশি,
কার এলায়িত কুন্তল-রাশি
রেখেছে গগন ঢাকি !

ইন্দ্র-রাজার বজ্র-নির্ঘোষে,
একী ডম্বর অম্বর-দেশে,
মদির-মত্ত দৈত্য বাতাসে
ঘূর্ণ রক্ত-রুলি ;
অন্তরে ঝলে একী হলাহল,
আলোক-বিহীন জ্বলিছে অনল,
ভিতরে বাহিরে তামসি-তরল,
নয়নে আঁধার ঠুলি।

মন্দির

একী জ্বালা ওগো, একী হাহাকার,
অত্যাচারের মূর্তি কাহার,
শুষ্ক ধারায় ব্যর্থ সাঁতার,
ব্যর্থ জীবন-মেলা ;

ব্যর্থ সাধনা ব্যর্থ বিকাশ,
ব্যর্থ নামের ব্যর্থ নিশাস,
কাজ নাই আর ব্যর্থ প্রয়াস,
সমাপন কর খেলা।

তোমারি দেওয়া তোমারি ভজন,
ফিরে লও প্রভু, নাহি প্রয়োজন,
ভেঙে ফেল মিছা পূজা-আয়োজন,
বরণের হেম-সাজি ;

যাত্রিক বেশে, আশীষ করিয়ে
আপন হস্তে দি'ছিলে বরিয়ে,
লও কেড়ে সাজ, কাজ নাই দিয়ে,
জীবন লহ গো আজি।

ধিকি ধিকি জ্বলে তুষের অনল,
ধূ ধূ ধূ ধূ মরু, কোথা পাব জল,
তপ্ত এ বুক হইবে শীতল
কোন্ তটিনীর নীরে ?

চির-সুধামাখা এস গো মরণ,
আজি হে তোমারে করিব বরণ,
কাতর চিত্তে যাচি গো চরণ,
দাঁড়ায়ে কঠিন তীরে।

৯

জপ নাম—জপ নাম!

ঘন-আঁধারে
ধাঁধা-মাঝারে
আলো বিথরে
মধু নাম;

কাম-কাঞ্চনে
রিপু-লাঞ্ছনে
চিত-বাঞ্ছনে
মধু নাম।

ধূ ধূ মরুতে
চির-তৃষিতে
তাপ-নাশিতে
মধু নাম;

সুধা-মঙ্গল
পূত-উজ্জ্বল
চির-সম্বল
মধু নাম।

রিপু-শাসনে
ভোগ-নাশনে
যোগ-আসনে
        মধু নাম ;

পাপ-তর্পণে
প্রাণ-অর্পণে
চিত-দর্পণে
        মধু নাম।

আশা-ছলনে
রিপু-দলনে
প্রেম-মিলনে
        মধু নাম ;

স্নেহ-চন্দনে
হেলা-বন্দনে
হাসি-ক্রন্দনে
        মধু নাম।

মন্দির

সাধ সাধিতে
কথা বলিতে
পথে চলিতে
মধু নাম ;

প্রাণ-বন্দরে
হৃদি-কন্দরে
চিত-অন্দরে
মধু নাম ।

চির জীবনে
চির মরণে
চির শরণে
মধু নাম ;

চির আশ্বাসে
দৃঢ় বিশ্বাসে
প্রতি নিশ্বাসে
মধু নাম ।

১০

দ্বারী গো, নহ তুমি কেবল দুয়ারী !
চলিতে মন্দির-পথে,
রহিয়াছ সাথে সাথে,
একী তব বিলাস চাতুরী !
নহ তুমি কেবল দুয়ারী।

যে দিন খুলিয়া দ্বার
দিলে মোরে অধিকার,
প্রবেশিতে মন্দিরের
প্রাঙ্গণ-তলায়,
ভেবেছিনু একটানে
ছুটিব মন্দির পানে,
সাগর-কল্লোলে যথা
নদী নেচে ধায়।

বিশাল প্রাঙ্গণ-পরে
যত যাই, পথ বাড়ে,
ঝঞ্ঝা রূপে প্রভঞ্জন
ছুটে স্বন-স্বনে ;
কভু ঘোর ঘন-ঘটা
বিকাশে বিজলী-ছটা,
প্রাঙ্গণের তরুলতা
নাচায়ে সঘনে।

মন্দির

কভু আলো কভু আঁধা
একী গো আঁখির ধাঁধা,
শত দিকে শত বাধা
পথ নাহি পাই ;

হেন বিপদের ক্ষণে,
হাত ধরে' সযতনে,
কে তুমি কহিছ চুপে,
"কোনো ভয় নাই !"

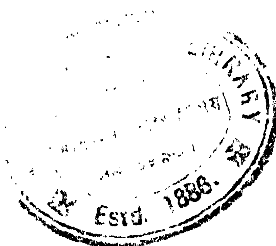
"নাই—নাই ভয় নাই,"
ওই যে শুনিতে পাই,
পুন কেন ভুলে যাই
চলিতে চলিতে ?

ওগো দ্বারী, ওগো রথী,
ওগো মোর নিত্য-সাথী,
আজি মোরে রক্ষা কর
আঁধারের পথে ।

১১

তোমার করুণা আমারে জড়ায়ে
গাহে আজি একী রাগিণী !
কেন তোমার পরশে পুলক-হরষে
অবশ পরাণ জাগেনি।

চাহি বা না-চাহি তোমারে হে বিধু,
সতত আমারে পিয়াইছ মধু,
তুমি আমারি ভাবনা ভাবিতেছ শুধু
অবিরাম দিন-যামিনী ;
দীর্ঘ রজনী আমারি লাগিয়া,
পোহাইছ কাঁদি' নীরবে জাগিয়া,
ওগো আমি ত বুঝি না, রয়েছি ভুলিয়া
অধম পতিত এমনি।



রয়েছ ত কাছে, তবু ভাবি দূর !
সকল গরিমা কবে হবে চূর,
মম বীণায় বাজিবে তব নব সুর,
পরাণে পশিবে সে ধ্বনি ;
আমার সকল কালিমা মুছিয়া,
কবে গো লইবে চরণে টানিয়া,
আমি অতল তিমিরে রয়েছি ডুবিয়া,
কিরণ প্রকাশ' হে স্বামী !

১২

দীন-নেত্রে বসে' আছি প্রভাত চাহিয়া।
নিবিড় আঁধার ঘরে ক্ষুদ্র দীপ দিয়া
কেমনে ঘুচাব কালি ! বল কত দিন,
বিপুল বেদনা-ঘেরা বাতায়ন-হীন
সীমাবদ্ধ অবরুদ্ধ অন্দর-কন্দরে,
নিগ্রহ-নিচোল টানি' তপ্ত বক্ষ 'পরে,
নীরবে রহিব পড়ি' নিথর নিঝুম ?
আর কতকাল বল আসকের ঘুম
নয়নে জাগিয়া রবে—রক্ত বাসকের
মসি-লিপ্ত অঞ্জন মাখিয়া ! জীবনের
যত ব্যথা যত কথা যত আয়োজন,
ক্ষীণ দীপালোকে কি গো পাইবে কিরণ ?

তাই সকাতরে ডাকি, ঢালো সখা, ঢালো—
দীপ্ত গগনের নব প্রভাতের আলো।

১৩

আরত যাবনা সে বিষের ঘরে,
বড় দাগা পেয়ে এসেছি হেথায়,
ভুলের মাঝারে লুকায়ে বিবরে
আর ভুলিবনা ভুলের কথায়।

আমি ত বুঝেছি সকলের মন,
সবারি বয়ান পেয়েছি দেখিতে,
আমার যতেক আপনার জন,
তাদের স্বরূপ চিনেছি আঁখিতে।

অতি সাবধানে মুখে মেখে হাসি,
আদর-সোহাগে নিকটে যে আসে,
ডেকে-হেঁকে কয় বড় ভালবাসি,
জুড়িয়া হৃদয় আমোদের শ্বাসে।

তার পরে যবে দিন হয় শেষ,
তমস-আঁধারে ডুবে যায় বেলা,
কে কোথা লুকায়ে যায় কোন্ দেশ,
নিবিড় গহ্বরে ফেলিয়া একেলা।

মন্দির

যতনে সাধিয়া কাঁদিয়া-হাসিয়া
যাদের লইয়া রহিলাম ঘুমে,
সুধা সম মম হৃদয়ে পশিয়া
শোষিল শোণিত কী বিষের চুমে

অতি সমাদরে প্রমোদ-পুলকে
লইনু যাদের বরণ করিয়া,
তাদেরি তরল গরল ঝলকে
দেহ মন প্রাণ গেল গো পুড়িয়া

বড় দাগা পেয়ে এসেছি বিজনে,
হেথায় গাহিব মরমের গান,
বিবশা প্রকৃতি প্রণয়-গুঞ্জনে
আমার এ গানে ধরিবে গো তান

নিরমল এই তটিনী নাচিয়া,
ছল-ছল চোখে কল-কল নাদে,
আমারি রাগিণী উঠিবে বাজিয়া
সম-বেদনার মনমথ-স্বাদে।

আমার বিপুল বেদনার শ্বাস
জমাট বাঁধিয়া পুলকে হাসিবে,
সমীরণ লয়ে সে সুধা-সুবাস
কি জানি কোথায় ছড়ায়ে আসিবে

বেদন-হাসির সে বিনোদ মালা
সোহাগে ঢলিয়া দিবে পরিচয়,
তখন ত আর রবনা একেলা,
প্রাণে প্রাণে হবে শুভ পরিণয়।

নিরজনে লয়ে আপন স্বজন
তখন আমার প্রেম-অভিসার,
জীবন সেচিয়া কি মহা-মিলন,
যৌবন লয়ে মর-সম্ভার।

ছাড়িয়া এমন মধুর ভাবনা,
মোহন মিলন তৃষিত গাথায়,
সে দেশে কখন যাবনা যাবনা,
আর মোরে যেতে ব'লনা সেথায়

১৪

আহা কী মোহন সাজে সেজেছে প্রকৃতি
বিছাইয়া ফুল রাশি,
হাসে মধুময়ী হাসি,
ছড়াইয়া চারিদিকে মুক্ত তেজ-জ্যোতি।
উছলিয়া রজতাভা,
তারাদল মনলোভা,
রজত-বসনে যেন মুকুতার পাঁতি।
আহা কী মোহন সাজে সেজেছে প্রকৃতি

শশাঙ্কে কুমুদবালা,
মন-সুখে করে খেলা,
সমীর-চামর তারে আনন্দে নাচায়;
জগৎ আপন-হারা,
বিভোল পাগল-পারা,
নবীন তরুণ স্নিগ্ধ দিব্য দীপ্তি ভায়।

বিমানে বাজিছে বীণা,
ছড়াইছে জ্যোতি-কণা,
গাহিছে মরম-গান কী বিপুল সুরে ;
শুনে সে বেণুর রব,
আকুল মাতাল সব,
বাজে ধ্বনি গিরি নদী বন তরু জুড়ে'

প্রাণ খুলে সুধা-রবে,
জ্যোছনা ডাকিছে সবে,
কাঁপায়ে মন্দির-চূড়া বলে আয় আয় !
শুন সে আকুল গান,
পরাণে আসিল বান,
কোন্ সে সুদূরে যেন উঠে যেতে চায়

আয় গো আয় গো ছুটে,
প্রাণ দে' চরণে লুঠে,
চল মন, ধেয়ে যাই দুর-উর্দ্ধ দিকে ;
ভুলি গৃহ পরিজন,
ভুলিয়া আপন মন,
চল চল ছুটে চল, পূত শান্তি-লোকে।

জানিনা ডুবে' কি ভেসে,
চলেছি অজানা দেশে,
জানিনা সেথায় আছে আলো কি আঁধার ;
হর্ষ কি বিষাদ-গাথা,
জানিনা কে কয় কথা,
তবু কেন ঊর্দ্ধে টানে পরাণ আমার !

উজল গগন-কোলে,
কি যেন কি মোতি জ্বলে,
কে জানে কি দেখে যেন কি যেন কি চাই ;
বুঝাতে পারিনা সব,
প্রত্যক্ষ সে অনুভব,
পাগল—পাগল প্রাণ, কোথা ছুটে যাই ।

চলেছি—চলেছি ছুটে,
অজানা কল্লোল-তটে,
পারিব কি পার হ'তে সে মহা-সাগর ;
না পারি নাহিক ক্ষতি,
পরাণে ধরিব জ্যোতি,
মরিয়া বাঁচিব এই জ্যোতির ভিতর !

১৫

আবার অন্ধকার !
ত্রিদিব ছন্দ আবার বন্ধ,
নীরব বীণার তার।

পুষ্পিত পথে পুষ্প-কলিতে,
যে মালা গাঁথিনু চলিতে চলিতে,
আজি অবশেষে গ্রন্থন দিতে,
ছিঁড়িল কমল হার ;

সকল ছন্দ হইল বন্ধ,
নীরব বীণার তার।

মলয় বহিছে প্রলয় দ্বন্দে,
নন্দন কাঁদে কি নিরানন্দে,
অন্তর মথি জলদ-মন্দ্রে
ক্রন্দন কেন বাজে ?

প্রাঙ্গণ মাঝে রমিত রঙ্গ,
আজ কেন তাল হ'ল গো ভঙ্গ,
চটুল-বিলাস-বাসনা সঙ্গ
আশ্বাসে কেন সাজে ?

মন্দির

কামনার কল-কল্লোল ধারা,
গলিত চিত্তে বন্ধন-হারা,
মদির-মত্ত সুপ্ত কাহারা
তাণ্ডব-নটে নাচে ?
একী ঘোর ঘন-ঝঞ্ঝা-নিনাদ,
সূর্য্য ঢাকিয়া বজ্র-বিবাদ,
ঋষভের স্বর ঢেকেছে নিখাদ,
মুক্তি—ভুক্তি ছাঁচে।

মায়ার দারুণ রৌরব-শ্বাস,
মেখেছে দয়ার কুঙ্কুম-বাস,
উজলের সাজে সেজেছে বিলাস,
পিশাচ—দেবতা-রূপে ;
বিনয়-গর্ব্বে চিত্ত আমার,
কেবলি রচিছে চির হাহাকার,
আপন বঞ্চি বিপণি তাহার
সঞ্চিত কাম-কূপে।

কে আছ আমার এস দয়া করে,
রক্ষা কর এ দারুণ সমরে,
দীন-দরিদ্র কাঁদিছে কাতরে,
হীন-বল ক্ষীণ-মতি ;
তোমার চরণে লইনু শরণ,
হে মোর জীবন-পতি !

১৬

প্রাণের ঠাকুর তুমি, প্রণাম চরণে,
আজি বড় মন-খেদে ডাকি গো তোমায় ;
এস তুমি এস প্রভু, রিপুর শাসনে,
দীপ্ত কর প্রাণ মোর তোমার ছটায়।

লয়ে কাম অভিমান বিলাস-বাসনা,
কেমনে যাইব বল মন্দিরে তোমার ?
দাও মিটাইয়া মোর আসক্তি কামনা,
অনর্থ-নিবৃত্তি কর, ঘুচাও বিকার।

তোমার লাগিয়া দেব, বড়ই কাতরে,
পরাণ করিছে মম আকুলি-ব্যাকুলি ;
রক্ষা কর দীন-জনে দুর্ব্বার সমরে,
ফিরায়ে দিয়ো না মোরে মহাপাপী বলি।

দিক্-দিগন্তরে বাঁশী বাজে মধুস্বরে,
আমারে ডুবায়ে দাও সে সুধা-লহরে।

১৭

সাথী গো, ওগো মোর জীবনের সাথী !
দিবসের পূর্ণালোকে,
মুক্ত এ প্রাঙ্গণ ঢেকে,
কে রচিল অন্ধকার রাতি

করুণায় কল-কল,
নব-রাগে ছল-ছল,
তরল তটিনী জল
ভরা ছিল গানে,

না পেতে সিন্ধুর স্বাদ,
অর্দ্ধ-পথে কী প্রমাদ,
কে তারে দিল গো বাঁধ,
বল কোন্ খানে ?

মন্দির

দিবসের দীপ্তি ঢাকা,
অন্ধকার দিল দেখা,
লয়ে ক্ষুদ্র দীপ-শিখা
পারি না চলিতে ;
উজলের কম-কোলে,
কেন এ আঁধার দোলে,
এই যে পুলক ঢেলে
ছিল গো বহিতে !

জ্যোতির আঁধেয়া মাঝে,
কোথা পাব পথ খুঁজে,
পদে পদে পায়ে বাজে
নিদারুণ ব্যথা ;
চাহিতে পিছনে-আগে,
পরাণে চমক লাগে,
কেহ ত গো নাহি জাগে,
স্তব্ধ নীরবতা।

উছল আলোক-দলে
কে দিল কাজল ঢেলে,
ওগো সাথী, দাও বলে'
কোন্ দিকে পথ ;
লহ লহ রক্ত-ধারা,
ব্যক্তিত্বের তপ্ত সাড়া,
মুক্ত কর শক্তি-কারা,
দাসত্বের খত।

১৮

সখা, অপরূপ তব রাগিণী !
গুঞ্জনে মম চিত্ত-কাননে
মুগ্ধা যতেক নাগিনী

অন্তর মাঝে বিদ্রোহী যত,
আজ লাজে মাথা করিয়াছে নত,
প্রাণের গরল সরল-সমিত,
শুনিয়া তোমার সিঞ্জিনী ;
গুঞ্জনে মম চিত্ত-কাননে
মুগ্ধা যতেক নাগিনী !

কাম নিবাইয়া কামনার শিখা,
প্রেম-জ্যোতি রূপে দিয়াছে হে দেখা,
বাসনা-অগ্নি সাগ্নিক সাজে
আহুতি দিয়াছে ধমনী ;

হৃদয়ের যত ক্রোধ-দীপরাগ,
ফুটিয়া উঠেছে হয়ে অনুরাগ,
মাখিয়া তোমার পরশ-পরাগ,
সোহাগ-সমীরে দোলনী

মন্দির

লোভ লেলিহান্ লোলুপ-রসনা,
আজি সে তোমার লালসা-লগনা,
লোভনীয় তব হেরিয়া দ্যোতনা
লুব্ধ লোভের যাচনী ;
মন-কালীদহে এসেছে জোয়ার,
মোহে আঁখি ধারা বহে অনিবার,
হে সাগর, যেতে তব পারাবার
ছুটে মোহ-রূপা তটিনী।

মদ আজি তব সুধা-সরসীর
প্রেম-সুরাপানে হয়েছে অধীর,
নত করি তার গর্ব্বিত শির
মত্ত হইয়া নাচনী ;
আমি-ময় এই ছার অহমিকা,
স্বামি-ময় ছাঁদে পড়িয়াছে ঢাকা,
বান্ধব হয়ে রিপু দিছে দেখা,
মাখিয়া তোমার লাবণি।

ছিল যত বৃথা ব্যাকুল দ্বন্দ্ব,
সকলের মুখ হয়েছে বন্ধ,
পাইয়া তোমার প্রেমের গন্ধ
নন্দন হল ধরণী ;
গুঞ্জনে মম চিত্ত-কাননে
মুগ্ধা যতেক নাগিনী।

১৯

দিবস-যামিনী কর হরিনাম গান,
নাম-ই নিখিল-বিশ্বে সুখের নিদান।
যার যেই নামে দুঃখ-পাপ-তাপ হরে,
সেই তার হরিনাম জানিও অন্তরে !

প্রতি নিশোয়াসে জপ অযপার যাগে,
ব্রহ্মানন্দ লাভ হবে নামের পরাগে ;
প্রলয়ে ডুবিয়া যাক্ সকল সংসার,
কি ভয় তোমার তাহে, কর নাম সার !

দারা সুত পরিবার কিছুই না রবে,
কি জানি দু'দিন বাদে কোথা যেতে হবে !
ব্যর্থ স্বপনের পুরী রচিয়াছ তুমি,
এ সংসার নহে তোর চির-বাসভূমি।

কে জানে অবনি-মাঝে নামের মহিমা,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে কে পাইবে সীমা !
নামময় এ ব্রহ্মাণ্ড, নামে কর রতি,
ভক্তি মুক্তি শক্তি করে নামেতে বসতি।

পুরুষ-প্রকৃতি-রূপে নাম-ই বিহরে,
হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে কমলের থরে।
প্রতি পলে চিনে লও জপের সন্ধান,
এ সুধা জীবের লাগি তাঁরি পুণ্যদান।

কি হবে তিলক-মালা, বাহিরের সাজ,
শ্বাস যদি বশ মানে সেই বড় কাজ ;
ডুবে রহ প্রাণায়ামে সমাধি-আসনে,
সেথা তোর হবে স্থান নামের ভাষনে।

বরষা-রবির তাপ নিবারণ তরে,
পথিক কতই যত্নে ছত্র শিরে ধরে ;
পথ শেষে আর কিবা প্রয়োজন তার ?
বাহিরের অনুষ্ঠান তেমনি প্রকার।

কনক-মন্দির হের অন্তরে তোমার,
নাম তার একমাত্র প্রবেশ দুয়ার ;
আনন্দ-মথন সেই অন্দর-বাজারে,
নাম বিনা আর কিছু প্রবেশিতে নারে

প্রকৃতির বীণা যন্ত্রে ঝঙ্কারে ওঁ-কার,
নদী-গিরি-বনে তাঁরি নামের প্রচার ;
ফুলের সুরভি-শ্বাস বহিয়া পবন,
নামের মহিমা শুধু করে আলাপন।

গগনের গ্রহ তারা পূর্ণিমার চাঁদ,
পেতেছে নামের মধু মোহনিয়া ফাঁদ
ভ্রমরা গাহিছে গান করি গুন্-গুন্,
কুসুমের হিয়া বিদ্ধ সে রসের তূণ।

প্রেমালসে পিক-বধূ তুলিয়াছে সুর,
বিশ্ব যন্ত্রে সাধা বীণা মৃদুল মধুর।

মন্দির

দুলে' দুলে' হেসে হেসে গাহিছে মাধবী,
সে হাসি দেখিয়া হাসে আকাশের রবি ;
সে হাসি মাখিয়া হাসে কাননে কুসুম,
নাম-সুধা স্বাদ লাগি পড়িয়াছে ধুম।
সবে মাতোয়ারা হয়ে মহিমা প্রকাশে,
প্রতি অণু-পরমাণু নাচে নামাভাসে।

জগৎ জুড়িয়া কিবা সমস্বর-তান,
ফুকারে মঙ্গল-শঙ্খ নাম-গুণ-গান ;
সংসার পড়িয়া থাক্, কে তাহারে চায়
মাতোয়ারা হয়ে রব নামের ছটায়।
নাম-সরে ডুবে রব উঠিব না আর,
বিবশে ঘুমায়ে রব জ্যোতিতে তাঁহার ;
সাঁতার ভুলিয়া যাব—অবশ মাতাল,
বহিবে বিবিধ রঙ্গে তরঙ্গ উতাল।

রসে ভরা নাম মধু কর আস্বাদন,
নাম-বলে ঘুচে যায় জনম-মরণ !
ত্রিগুণ-অতীত নাম আনন্দ-নন্দন,
ত্রিজনমে মানবের ঘুচিবে বন্ধন।
নাম-নামী-নামদাতা এ তিন অভেদ,
ধীরে গুঞ্জরিয়া কহে স্থির চিত্ত-বেদ !
সময় থাকিতে সদা কর নাম গান,
পুলকিত হবে চিত জুড়াবে পরাণ।

৫

মন্দির-সোপানে

(দেবত্ব—ব্রহ্ম-জ্ঞান)



১

হেম-রেণু ঝরা হিরণ-কিরণে
কী হিরণ্ময় জ্যোতি !
হেম-মণ্ডিত শান্ত সোপানে
করি ও চরণে নতি।
হেমকন্দল-হিঙুল দীপ্ত
তব হিরণ্য-রথে,
নিয়ে যাও মম হর্ষিত চিত
হেম-বাঁধা ছায়া-পথে।

ধীর-মন্থরে মন্থন কর
হৈম অতল-তল ;
শুক্তি-আগার মুক্ত হইয়া
এস মম হেম-বল !
পঞ্চাবরণ হিরণ-কোষের
ছেদন করিয়া মূল
বিরাম-বিহীন বিরজার পারে
দেখাও বিমল কূল।

মন্দির

অনর্থ-মাখা পার্থিব ভূতে
আবৃত অন্ন-কোষ,
সার্থক তব বিভূতি-বিলাসে
মিটায়েছ আপ্‌শোস্‌।
অসার দেহের সস্তার শোভা
প্রাণময় ঘন-ঘটা,
সকল মিথ্যা উত্তেজনায়
দেখালে সত্য-ছটা।

বাঞ্ছা-কল্প মোহ-বিকল্প
সব হিন্দোলে আজ,
মনোময় ভেদি মনন-বর্ম্মে
সাজাও মহান্‌ সাজ।
সংশয়-মেঘ ধ্বংশ করিয়া
বিজ্ঞানময় ব্যোমে,
তোমার সত্বা উঠুক ফুটিয়া
কিরণ-ক্ষরিত সোমে।
অবিদ্যা-জাত অহঙ্কারের
উন্মদ হেম-পাঁতি,
নন্দিত চিত রাখ গো অটল,
আনন্দময় ভাতি।

আশার গর্ব্বে বাসনা আমার
করিছে চরণ আশা,
ভাঙিয়াছ মোর 'অশথ্'-শাখার
আসক-জড়ান' বাসা।

দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র আমারে
বাঁচালে জীবন-যুদ্ধে,
তোমারি দেওয়া পরাণ সঁপি গো,
তোমার চরণ-পদ্মে।

অন্ত-বিহীন মহিমার মাঝে
সাজাও এ সীমাটীরে,
ক্ষুদ্র বিন্দু ডুবাইয়া দাও
অপার সিন্ধু-নীরে।

নমো নম মম জীবনের সখা,
চির-জনমের পতি!
হেম-মণ্ডিত উজল সোপানে
করি হে চরণে নতি।

২

মম চিত্ত-পালঙ্কের পরে
বিছাইয়া বাসনা-মাদুর,
রচিয়াছি তোমার আসন,
এস মোর প্রাণের ঠাকুর !
মথিয়া হৃদয়-রত্নাকর
হীরা-মোতি এনেছি তুলিয়া,
তব উপভোগ লাগি প্রভু,
রেখেছি সকল সাজাইয়া।

তব নাম শঙ্খ-ধ্বনি মম
ধ্বনিয়া উঠিল আজি শ্বাসে,
প্রাণায়াম-ঘণ্টা-নাদ মাঝে
আরতির মাধুরি বিকাশে।
আজি পঞ্চ উপচারে আমি
করিব হে তোমার আরতি;
নিষ্ঠার রজত সামাদানে
জ্বালাইব অনুরাগ-বাতি।

প্রবৃত্তির ধূনচি ভরিয়া
আছে যত আসক্তির ধূপ,
আজ দিব সব জ্বালাইয়া,
হে আমার অন্তরের ভূপ !
নিবৃত্তির গন্ধাধার ভরি
মম ভক্তি-চন্দনের গন্ধ,
লুটাইবে তোমার চরণে
হিল্লোলিয়া বিপুল আনন্দ।

অন্তরের নন্দন-কাননে
ফুটিয়াছে চেতনা-কুসুম,
হাসে আজি তোমার লাগিয়া,
ভেঙে গেছে আবেশের ঘুম !
আরতির অবশেষে যবে
ছড়াইয়া দিবে শান্তি-জল,
টুটিবে হে সকল বন্ধন,
ফুটিবে হৃদয়-শতদল।

এস সখা, তপ্ত-হিয়া মাঝে,
আজি মোর মহা আয়োজন,
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া তব পায়
আজ আমি করিব বরণ।

৩

ওরে বান এসেছে রে,—
বান এসেছে।
যা ছিল মোর পুঁজি-পাটা
সকল ভেসেছে ;
বান এসেছে।

কাশের পাতায় শ্যামার লতায়
বাঁশের নতুন খোঁটাতে,
কুটীর বেঁধে ছিলাম সাধে
বাবার-কেলে ভিটাতে।

যত্নে নিয়ে পালতে-মাদার,
বেড়া দিলাম এধার-ওধার,
তার ওপরে কুঞ্জলতার
বাউনি দিলাম মৌরসে ;
যেখানে যা পেলাম দর,
তাই নিয়ে সে করলাম জড়'
সাদা-কালো নানান্ তর
রঙ-বেরঙের জৌলসে।

নদীর ধারে দিয়ে থানা,
সকাল-সন্ধ্যা আনাগোনা,
তখন কিন্তু যায়নি জানা
থাকতে নারবো আয়েসে ;
উছল জলের কলতানিতে
এবার যাবে সব ভেসে।

বাবার-কেলে ভিটে টুকু
ভেসে গেল আজ ;
সেই সাথে মোর হারিয়ে গেল
কত কালের কাজ।

যা' নিয়ে গো ছিলেম বসে'
এক ঢেউয়ে সব উঠ্‌ল ভেসে,
শক্ত বাঁধন গেল ফেঁসে,
রইল না আর ঠাঁই ;
ময়লা ফর্‌সা মন্দ ভাল,
তিন কালের যা' জমেছিল,
সকল আমার ভেসে গেল,
তিলেক চিহ্ন নাই।

অচল-তটের উছল নদী !
ওগো আমার আয়েস-বাদী !
পুঁজি-পাটা নিলে যদি
আমায় নিয়ে যাও
ভাস্‌ল যদি ভাস্থক সকল,
সঙ্গে আমায় কর দখল,
তোমার জলের সব কল্‌কল্‌
আমায় ভরে' দাও

৪

আরে মন,
দিতে হবে তাঁরে সারা প্রাণ!
সাজায়ে বরণ-ডালা
অপেক্ষার নাহি বেলা,
হাত পেতে নিতে হবে দান ;
দিতে হবে তাই সারা প্রাণ।

সে তব অন্তর-আঁচে,
ঘুরিতেছে কাছে কাছে,
কতবার ফিরে গেছে
লয়ে ব্যর্থ দান ;

এসেছিল দিবে বলে'
না পেয়ে গিয়েছে চলে'
অন্তরের অন্তরালে
ওই শুন গান,—
দাও তাঁরে—দাও সারা প্রাণ।

কত দিন কত করে'
পাইতে চেয়েছ তাঁরে,
পেতে হলে সব ঝেড়ে
দিতে হয় দান ;

আর তাঁরে ফিরায়োনা,
তৃপ্ত হোক্ প্রতি কণা,
যুগান্তের যত দেনা
হোক্ সমাধান।
দাও তাঁরে—দাও সারা প্রাণ।

৫

হে অতিথি,
আর তুমি যেয়োনা ফিরিয়া
ব্যাকুল উদাস মনে,
তৃষিত নয়ন কোণে,
আর তুমি থেকোনা চাহিয়া ;
যেয়ো না গো যেয়োনা ফিরিয়া

সহিয়াছ কী বেদনা,
ব্যর্থ অপেক্ষার থানা,
দেখি তব আনাগোনা,
কাঁদে মোর হিয়া ;

আমার থলিটী নিয়ে,
তাই আছি পথ চেয়ে,
এবার সকল দিয়ে
পড়িব লুটিয়া
আর যেতে দিব না ফিরিয়া

ক্ষুধিত তৃষিত এস,
হে অতিথি, ব'স ব'স,
সব আয়োজন মম
তোমারে ব্যাপিয়া ;

আমার সকল দৈন্য,
মর্ম্মে বিতরিবে পুণ্য,
শূন্য থলি হবে ধন্য
চরণে সঁপিয়া।
আর যেতে দিব না ফিরিয়া।

৬

ওগো, দিয়োনা আমারে দিয়োনা,
যদি দাও তবে আর নিয়োনা।

অপরূপ তুমি ভবের খেলুড়ে,
দে'য়া নে'য়া তব ছায়া-কায়া জুড়ে'
অরূপের মাঝে স্বরূপের সুরে
বাজে এ কিরূপ বাজনা ;
সরাট্ ছন্দে কি রাগ গাহিয়া,
বিরাট বহর চলেছ বাহিয়া,
আশ্বাস-ত্রাসে লহর চাহিয়া
নিশ্বাস ফেলা সাজেনা !
ওগো দিয়োনা,—
মোরে দিয়োনা।

রন্ধ্র সকল বন্ধ করিয়া,
অন্ধকার যে লয়েছি বরিয়া,
স্পন্দন-হীন নন্দিত হিয়া
তোমারে ছাড়িতে সহেনা ;
আধার-পাত্রে অ-ধরের ধরা,
নাস্তি-বাজারে অস্তি-পশরা,
অমল স্বস্তি-সিন্ধুর ধারা
বহে বহে কেন বহেনা !
ওগো নিয়োনা,—
ফিরে নিয়োনা

৭

তুমি   আছ গো আছ গো আছ !
ধীর নির্ম্মল সরল চিত্তে
সার্থক বিরাজিছ।

উজ্জ্বল তব ব্রাহ্মী-বরণ,
বিপুল ব্যক্ত দীপ্ত কিরণ,
একি অপরূপ দিব্য বোধন
প্রাণে মোর জাগিয়েছ,
শাশ্বত পূত বিশ্বত দ্যুতি
দিকে দিকে ছড়িয়েছ।

ভ্রম-সংশয়ে ধ্বংস রচিয়া,
আঁধেয়ার মাঝে ঘুরেছি যাচিয়া,
ক্ষীণ আলেয়ার বিজলী হেরিয়া
ভেবেছি তোমার আলো ;
স্বপনের ঘোরে গাহিয়াছি গান,
কতই ছন্দে করেছি বাখান,
সব ভান ওগো সব মোর ভান,
আজ বুঝায়েছ ভালো।

মন্দির

তুমি আছ ওহে সুন্দর-স্বাদু !
তুমি আছ ওহে মঙ্গল-মধু !
তুমি আছ চির জাগ্রত বিধু
নিদ্রিত চিত ভাতি ;
জেনেছি হে তব পুণ্য-পুলকে,
হতে হবে চির ধন্য আমাকে,
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
জ্বলিবে বিমল বাতি।

সন্দেহ-ঘন হিন্দোল মাঝে,
একি আনন্দ-নন্দন রাজে,
সম্বিদ-সার-সত্তার সাজে
একি নব অনুভব ;
একি এ দিব্য জ্যোতির পাথার,
শুষ্ক সরিতে পুণ্য জোয়ার,
দীর্ণ জীবনে যৌবনতার
পূর্ণ আকুল রব।

৮

আমি যখন যেদিকে চাই,
তব বিভূতি হেরিতে পাই—পাই—
পাই গো পাই

মঙ্গল তব মধুময় বাণী,
মরণে জীবন আনে—আনে টানি,
ধারে ঘিরে যবে কান পেতে শুনি,
পরাণে শুনিতে পাই—পাই—
পাই গো পাই

যখন বড়ই ব্যাকুল হইয়া,
অন্তর কাঁদে তোমারে চাহিয়া,
চুপে চুপে এসে যাও গো ছুঁইয়া,
সে রস-পরশ পাই—পাই—
পাই গো পাই

তব অঞ্জন মাখিয়া নয়নে,
গঞ্জ মাঝারে যাই যেই দিনে,
ছোট বড় যত সবার চরণে
　সে দিন লুটাতে পাই—পাই—
　　　　　পাই গো পাই।

মম তনু-মন-জীবন তোমার—
যে দিন জানাও এই সমাচার,
সে দিন খুলিয়া সকল দুয়ার
　ধরায় বিকাতে পাই—পাই—
　　　　　পাই গো পাই।

হে ঠাকুর, তব দিব্য আসনে,
অসুর গরবে বসে যেই খনে
নীরবে তাহারে নামাও হে টেনে,
　সে লীলা হেরিতে পাই—পাই—
　　　　　পাই গো পাই।

৯

যেদিন তোমার বিমল সত্তা
বুঝায়ে দিয়েছ প্রাণে,
সেই দিন হতে জীবন আমার
ভরে গেছে গানে গানে

সকল বেদনা বিনোদে মজিয়া,
তব গুঞ্জনে উঠেছে বাজিয়া,
ঝঞ্ঝা-রুদ্র ভদ্র সাজিয়া
থেমে গেছে তব তানে ;
যেদিন তোমার দীপ্ত দীপালি
প্রথম জ্বেলেছ প্রাণে।

প্রলয় এসেছে মলয় বহিয়া,
তব শুভ বাণী কহিয়া কহিয়া,
আঁধার এসেছে জ্যোছনা মাখিয়া,
স্থখ—বেদনার টানে;
মরণ এসেছে জীবন লইয়া,
খিতি বিরাজিছে ধ্বংস মথিয়া,
তরল এসেছে জমাট হইয়া,
স্বর্গ—নরক সনে।

জীবনের যত অভিশাপ-রাশি,
আশীষ-স্বরূপে উঠেছে বিকাশি,
আসক্তি মেখে মুক্তির হাসি
তৃপ্তি বহিয়া আনে;
যেদিন তোমার বিমল সত্বা
জাগায়ে দিয়েছ প্রাণে।

১০

আজি কী আনন্দ নিরানন্দ জীবনে,
এল সুখ-তৃপ্তি ভেঙে সুপ্তি-স্বপনে ;
গেল কাম-কর্ম্ম মোহ-বর্ম্ম ভেদিয়া,
গেল এ প্রপঞ্চ কোষ-পঞ্চ ছেদিয়া।
যত স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ-ঐক্য নাশিয়া,
এল চির গুপ্ত একী দীপ্ত হাসিয়া ;
আজি ভাল-মন্দ সব দ্বন্দ্ব ঘুচিল,
আজি মম মৃত্যু চির সত্যে বাঁচিল।
মম থির চিত্তে গেল ত্রিত্ব ঘুচিয়া,
এল মদ-ছন্দে মধু গন্ধ নাচিয়া ;
ওগো কি আনন্দ নব ছন্দ নন্দনে,
এল মহা-মুক্তি চির ভুক্তি-বন্ধনে।
মম দুখ-দৈন্য আজি ধন্য ধন্য রে,
বল এ তরঙ্গ কার সঙ্গ জন্য রে ?

১১

হে মোর সুহৃদ প্রিয় প্রাণের দেবতা,
হে মোর আপন-জন, আজ যত কথা
যত সুখ যত আঁখিজল, সব তব
চরণে সঁপিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রব
একান্তে মজিয়া ; যে আনন্দ যে আহ্লাদ
যে ভোগ দিয়েছ, আর তাহে নাহি সাধ !
জীবনের যত কিছু ব্যর্থ-সার্থকতা,
সব নিরর্থক সুরে রচিয়াছে গাঁথা !
আনন্দে বন্ধন-চির এনেছে ডাকিয়া।
অন্তর সীমান্তে শূন্য দেউল রচিয়া
শূন্য-ধ্যানে কাটাই যে কাল !

লও কেড়ে
যত মোর দুখের পশরা ; চির তরে
লুপ্ত কর ব্যর্থ এই আনন্দের থানা,
দীপ্ত রসে ব্যক্ত কর রূপের ঠিকানা।

১২

যদিও আমার আমিত্ব লয়ে
অবোধের মত করেছি গর্ব্ব ;
তা'বলে তোমার স্বামিত্ব-ভাব
হয় নাই প্রভু, তিলেক খর্ব্ব ।

গভীর নিনাদে বাজাইয়া কাড়া,
'আমি আমি' রবে মাতায়েছি পাড়া,
যা' দেখেছি মম চারিপাশে ঘেরা,
মালিক সাজিয়া করেছি গর্ব্ব ;
তা' বলে তোমার স্বামিত্ব-ভাব
হয় নাই প্রভু, তিলেক খর্ব্ব ।

মন্দির

তোমার করুণা-নির্ঝর তানে,
কত যে শান্তি আনিয়াছে প্রাণে,
আমি ত ভেবেছি বিশ্ব-বিধানে
মম আয়ত্ব যা' কিছু সর্ব্ব ;
সুনিয়ন্ত্রিত ভুবন-যন্ত্রে,
বাজে শুভ রাগ মোহন মন্ত্রে,
অচ্যুত ধ্রুব নিখিল-তন্ত্রে
ভ্রান্তি ধরিয়া করেছি গর্ব্ব ।

আমিত্ব-বোঝা না পারি বহিতে,
তাই এসেছি হে তোমাতে লুকাতে,
কত হীন আমি দিয়েছ বুঝিতে,
আজি জীবনের নূতন পর্ব্ব ;
হে রাজন্, রাজ' হৃদি-কন্দরে
নাশিয়া আঁধার বাসনা-দর্ব্ব ।

১৩

ওগো, অন্ধ আমি গো অন্ধ ;
তুমি রাগ-রূপ-রস-কন্দ ।

কর্ণ শুনেছে পূর্ণ পুলকে
মঞ্জীর রুণু-রুণু ;
অঙ্গ আমার সঙ্গ-সরসে
পরশিতে চাহে তনু ।
কণ্ঠ-কাকলি গুণ্ঠন খুলি'
বন্দিছে নব ছন্দে ,
নাসিকা রসিয়া ঘ্রাণের আসকে
মত্ত রূপের গন্ধে ।

ব্রাহ্মী-বরণ দরশন লাগি,
ব্যাকুল-বিভোল চিত্ত ;
অন্ধ-আকুল-সন্ধান মাঝে
খোল হে স্বরূপ নিত্য ।
ধাঁদা-আবরণ মুক্ত করিয়া
দেহ গো আঁখির স্পন্দ ;
সুন্দর তুমি, কত সুন্দর,
কেমনে বুঝিবে অন্ধ !

১৪

কেগো সুন্দর মম অন্দর মাঝে
অমল ধবল দেহ ?
তুমি কেগো মহাজন, উজলিয়া মোর
চির পুরাতন গেহ ?

কোন্ তন্তু-কীটের তন্ত্রী কাটিয়া
গ্রন্থন গেল খসি ?
বল কোন্ কোষ ত্যজি আবরণ ছেদি
আঁধারে ফুটালে হাসি ?

কোন্ নীল-বরণের মেঘ-গুণ্ঠন
ভুলিল কুণ্ঠা-লাজ ?
কোন্ মুক্ত গগনে দীপ্ত-চাঁদিমা
হাসিয়া উঠিল আজ ?

চির উপাধি-মুক্ত দেহ-বিযুক্ত
কে গো তুমি বল বল ?
মম অন্তর মাঝে রম্য কী সাজে
সেজেছ সেজেছ ভাল।

গেল ক্রন্দন-হাসি, বন্ধন-ফাঁসি,
তোমার বিমল গন্ধে ;
মম অন্তর-তারে নিবিড় লহরে
বাজিল উতাল ছন্দে !

মম চিত-দর্পণে কি প্রতিবিম্ব
ফুটিয়া উঠিল আজ,
একি সিত-বরণের সুশীতল ছটা,
ঘন-চিন্ময়-সাজ।

নব জ্যোতি মণ্ডিত দিব্য চাঁদিমা
চিত্ত-গগন ভাতি ;
কেগো রজত-কুটীরে ফটিক বরণ,
জ্বালায়ে রজত বাতি ?

মন্দির

ওগো এই কি গো আমি, আমার স্বরূপে
এত অপরূপ ছটা!
আজি আমারি কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে,
তাই মোর এত ঘটা?
ওগো এই কি গো আমি, সুন্দর এত,
অন্দরে নব আভা?
একি আমারি ছন্দে, রূপের গন্ধে,
এত নন্দন-শোভা?

নম হে মম আত্মা, হে মহান্ আমি,
নমামি চরণে তব!
আজি রৌপ্য-সূত্রে মুক্তার মালা
রচনা কর হে নব।
আজি সুন্দর আমি, সুন্দর সুরে
গাব সুন্দর গান;
চির সুন্দর পদে সুন্দর সাজে
দিব সুন্দর প্রাণ।

ওগো সুন্দর মম অন্তর কাঁদে
সুন্দর, তব লাগি;
এসে সুন্দর সাজে দেখা দাও সখা,
সুন্দর প্রাণে জাগি।

১১

নীরব নিশীথে মরি
কে গায় বাঁশীতে গান ?
চিত্ত মম মত্ত আজি
শুনিয়া মোহন তান !

চকিত নয়ন হায়,
তাঁহারে দেখিতে চায়,
সে কোথা খুঁজি' না পায়,
এ কেমন গুপ্ত ভান !

অণু-পরমাণু ঘুরে'
রেণু ঝরে বেণু-সুরে,
অনুমান তনু জুড়ে'
চাহে ব্যক্ত বর্ত্তমান !

১৬

এস তাড়িত-জড়িত চরণে,
এস উজল-উছল বরণে,
এস মৃদুল-মধুর বচনে,
এস অলস-বিলাস লোচনে,
এস হাস-লাস-ভাষ ছড়ানে,
এস অবশ-বিবশ পরাণে।

এস মত্ত-মাতাল আননে,
এস চিত্ত-কুসুম কাননে,
এস ভ্রান্ত-ভ্রমরা গুঞ্জনে,
এস রুদ্র-ভীষণ ভুঞ্জনে,
এস সুজলা ধরণী ধারণে,
এস তাপিত-তৃষিত পরাণে

এস প্রকৃতির পরিভাষণে,
এস দুর্ম্মদ চিত শাসনে,
এস মানস-বিভাব আসনে,
এস বাসনা-বিলাস নাশনে,
এস অন্তর-নব-নন্দনে,
এস অবনত-চিত-বন্ধনে।

মন্দির

এস অন্দর-অবগুণ্ঠনে,
এস সঙ্কিত মধু লুণ্ঠনে,
এস সম্ভার-সার সিঞ্চনে,
এস গম্ভীর প্রেমাকিঞ্চনে,
এস চিত্ত-চেতন-বরণে,
এস সত্য-সরল-স্মরণে।

এস লাঞ্ছিত চিত বাঞ্ছনে,
এস ঊষার কিরিটী-কাঞ্চনে
এস বিহগ কাকলি কূজনে,
এস নির্ঝর-উছল-গুঞ্জনে,
এস তরল তটিনী বর্দ্ধনে,
এস সিন্ধু-মেখলা-মর্দ্দনে ঃ

এস সবিতার পীত-কিরণে,
এস চপলার চারু-চিরণে,
এস মধ্য-তপ্ত-তপনে,
এস সান্ধ্য-সন্ধি-মিলনে,
এস কৌমুদী-স্নাত-গগনে,
এস মন্ত্র-পূরিত-লগনে।

মন্দির

এস নিশীথ-ব্যগ্র-শয়নে,
এস ললিত-লালসা-চয়নে,
এস অঙ্গের পরিরম্ভনে,
এস মধুর-মদির-চুম্বনে,
এস রস-মুখরিত-বয়ানে,
এস অশ্রু-ক্ষরিত-নয়ানে।

এস প্রাণের পূর্ণালিঙ্গনে,
এস চিত্ত-রমণ-রিঙ্গণে,
এস অন্তর-দ্রুত-ঝম্পনে,
এস মনের মৃদুল কম্পনে,
এস সার্থক মম মিলনে,
এস ব্যর্থ-বাসনা-বিলনে।

এস বিশ্ব-বাহিত নিশানে,
এস দৃশ্য-অতীত-বিষাণে,
এস ভোগের দিব্য ছলনে,
এস ত্যাগের তীব্র দলনে,
এস অশনে-বসনে-শয়নে,
এস ললাম-স্বপন-বয়নে।

এস নিদ্রায় জাগি স্বপনে,
এস জাগ্রতে চুমি' গোপনে,
এস মরণ-অতীত জীবনে,
এস জীবন-বাসিত মরণে,
এস এস এস এস এস হে!
এস এস এস এস এস হে!

১৭

মম কুটীরের আগড় ঠেলিয়া
যে দিন আসিলে স্বামী!
দিবসের যত কাজ অবসানে
ঘুমাইতে ছিনু আমি।

কমল হস্ত বুলাইয়া গায়,
মধুর কণ্ঠে ডাকিলে আমায়,
আধ ঘুম-ঘোরে বন্ধু, তোমায়
বক্ষে লইনু টানি;
মম কুটীরের আগড় ঠেলিয়া
যে দিন আসিলে স্বামী.

মন্দির

ঘুমের আবেশে ভাবিলাম মনে,
কতদিন কত নি'ছি বুকে টেনে,
তৃপ্তি-শূন্য ক্ষুব্ধ পরাণে
দীর্ণ বেদনা জানি ;
আজো সেই মত কোন্ অভিশাপ,
বুঝি আসিয়াছে বাড়াইতে তাপ,
পুনরায় কবে ফেলে দিতে হবে
ব্যর্থ প্রয়াস মানি।

অবসাদ ঘুমে নারিনু জানিতে,
কুসুম ফুটেছে তোমার ধ্বনিতে,
নব-বসন্ত এসেছে শুনিতে
তোমার সরস বাণী ;
মম কুটীরের চারিপাশ দিয়া,
তটিনী ছুটেছে জোয়ার বহিয়া,
দিক্-দিগন্ত উঠেছে জাগিয়া
তব আবাহন শুনি।

তব আগমনে আলোকে আলোকে,
সকল আঁধার গিয়েছে যে ঢেকে,
তোমারে জড়ায়ে ঘুমের পুলকে
বুঝিতে নারিনু আমি ;
কবে কোন্ দিন আগড় ঠেলিয়া
কুটীরে আসিলে স্বামী

মন্দির

নিদ-অবসানে দেখিনু জাগিয়া,
কখন যে তুমি গিয়েছ চলিয়া,
সঞ্চিত মধু নিয়েছ লুঠিয়া,
কখন কিছুনা জানি ;
কেবল আমার কুটীরের তলে,
চরণ-চিহ্ন রেখে গেছ চলে,
কানন-কুসুম-মলয়া বিহ্বলে,
গাহে তব আগমনী।

সকলে জেনেছে তব সম্বাদ,
মিটায়েছ তুমি সকলের সাধ,
বুকে পেয়ে তবু গেলনা বিষাদ,
এমনী অভাগা আমি ;
নারিনু জানিতে কবে কোন্ খনে
কুটীরে আসিলে তুমি।

১৮

তোমার বিরহে সখা, পরাণ আকুলি
অমৃত-নিষ্যন্দী ছন্দে উঠিল ফুটিয়া ;
কবে কোন্ বিমোহন শান্ত স্বর্ণ তুলি,
চিত্তের কনক-থরে গেল বুলাইয়া ।

বিবুধ তোমার চিত্র বিচিত্রতাময়,
নিত্য নবালোকে ফুটে জীবন-প্রভাতে
তোমার রাগিণী প্রাণে কত কথা কয়,
উষার বিমলোজ্জ্বল কিরণ-সম্পাতে ।

শান্তের প্রণয় মহা অনন্তের কোলে,
নীরবে গৌরব-গর্ব্বে পড়ে মুরছিয়া ;
অন্তর-দোলনা ঝাপি মৃদুমন্দ দোলে,
সরমে সংসার থাকে মুখ লুকাইয়া ।

সীমাবদ্ধ কূপ নারে বুঝিবারে বিন্দু,
তোমার উদার ভঙ্গি, হে অসীম সিন্ধু !

১৯

আরে মন, খুলে দিয়ে সকল দুয়ার
বাহিরে দাঁড়াও এসে ; কতকাল আর
রুদ্ধ-কক্ষে গৃহ মাঝে আঁধার রচিয়া
ক্ষীণ দীপ-শিখা লয়ে রহিবে বসিয়া
আজানা জ্যোতির ধ্যানে ! কর মুক্ত মন,
সকল দুয়ার তব, সব বাতায়ন

চেয়ে দেখ কুটীরের চারিপাশ দিয়া,
উজল উছল জ্যোতি পড়িছে ঝরিয়া
রজত নিঝর রূপে ; বিবশ গগনে
কোন্ সে বিমল চাঁদ তারা বালা-সনে
দিব্য দীপ্তি বিথরে হাসিয়া। ছায়া কোথা
পারে গো বুঝিতে কায়ার ব্যাকুল ব্যথা ?

বিশ্ব জোড়া বিশ্বরূপ পড়িয়াছে ধরা
বিশ্ব সনে ফুল্ল মনে সাজ স্বয়ম্বরা।

২০

জপ নাম জপ নাম,
অবিশ্রাম অবিরাম,
ফুটিবে নিটোল-ধাম
গহন গগন তলে ;
নীলাম্বর ধরা'পরে,
নিকষিত প্রীতিহারে,
দীপ্ত জ্যোতি থরে থরে,
খেলা করে স্থলে জলে

বাল-ভানু চারু রাগে,
সোহাগ-পরাগ মাগে,
চন্দ্র গ্রহ তারা জাগে,
বিভূতি ছড়াবে বলে' ;
অন্ত কোথা—অন্ত কোথা,
সবে কহে এই কথা,
অমৃত বন্দনা-গাথা
গন্ধ-রস-ছন্দ ঢালে।

২১

তোমার করুণা-ধারা
ধরণী আদরে ধরে ;
যে দিকে চাহিয়া দেখি
তোমার করুণা ঝরে

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড জোড়া,
তোমার করুণা-ধারা,
রবি শশী গ্রহ তারা
আত্মহারা সে পাথারে ;
যে দিকে চাহিয়া দেখি
তোমার করুণা ঝরে ।

তব প্রেমে শ্যাম-ধরা,
শান্তি প্রীতি সুখ ভরা,
বহে তব সুধা-ধারা
ধরার গোপন ঘরে ;
আমার আকুল দেহে
তোমার করুণা বহে,
পরাণে কত কি কহে
অনন্ত-মন্থন স্বরে ।

২২

বন্ধু, সুন্দরী এ বসুন্ধরা,
সুন্দর তব অভিসার লাগি সাজিয়াছে হে স্বয়ম্বরা।
মৃত্তিকা তব কীর্ত্তি-রসাল সার্থক করে সিঞ্চনে ;
অম্বুধি নাচে বিশ্ব-বিশাল-বাষ্প-বিলাস-গুঞ্জনে।

হুতাশন তব আসক-আশায় অন্ধ-তমস নাশিয়া,
দিকে দিকে জ্বালি' দ্যুতির দীপালি আগ্রহে আছে বসিয়া
সমীরণ নাচে মিলন-গন্ধ দিক্-দিগন্তে ছড়ায়ে ;
অম্বর তারে সম্বরি' রাখে নীল-অঞ্চল বিছায়ে।

বৃক্ষে বৃক্ষে শুভ নিক্কণ, পক্ষীরা গান গাহিছে,
তোমার সৌখ্যে দ্রাক্ষালতা যে সরস বক্ষে টানিছে।
মানস-মদির-মাধুরী-মগনা-মত্ত-মেদিনী মথিয়া,
তোমার চরণে চুম্বন ফুটে, চমকিয়া উঠে চাহিয়া।

মন্দির

কানন-কুঞ্জে কুসুম-পুঞ্জে রঙ্গিয়া নব রঞ্জনে,
তোমারি আশায় রয়েছে বসিয়া, ফুটিবে তোমার গুঞ্জনে।
তরল তটিনী রভস রাগিণী গাহিয়া উছল ছন্দনে,
তব আগমন করে আলাপন, রাগ-রূপ-রস-বন্দনে।

চাঁদ অনুরাগে, আধেক সোহাগে, সরস জ্যোছনা বরষি,
তারকার সনে বিবশ গগনে উঠিয়াছে আজি বিকশি'।
মেঘের নিনাদে সম্বাদ তব বিজলী ঝলকে ঝলসে,
বিদ্রোহী মহা ঝঞ্ঝার ঝাঁঝে রুদ্র তোমারে পরশে।

তরুণ তপন কিরণ বিথারি' তোমারি প্রমোদ আচরে,
বিশ্ব বিকাশি' পুলক-হাস্য, তোমারি দৃশ্য প্রচারে।
ধরণীর আজি মহা আয়োজন, নব সঙ্গম লাগিয়া,
সম্ভার লয়ে সুন্দর, তব দুয়ারে রয়েছে জাগিয়া।

কোন্ সে লগনে, আবেশ মগনে, ধরা দিবে তুমি ধরারে,
সে মহা মিলন করি দরশন হারাইব কবে আমারে!
হে আমার প্রিয়, দিয়ো মোরে দিয়ো ডুবাইয়া তব পাথারে,
প্রকৃতির মাঝে অভিসার সাজে সাজাইয়া দিয়ো আমারে।

২৩

প্রভু, ধরণীর ধৃতি মাঝে,
তব বোধন-আরতি বাজে।
যে দিন তোমার হয়েছে বোধন,
সে দিন বিশ্ব হয়ে সচেতন,
চমকি' চেয়েছে চকিত নয়ন,
ছুটেছে আপন কাজে
ধরারে যে দিন দিয়েছ হে ধরা,
ধারণার ধৃতি মাঝে।

গগনে তোমার নামের চাতুরী,
সমীরণে তব পরশ মাধুরী,
তব রূপ-শিখা কিরণ বিথারি'
দিকে দিকে মধু হাসে ;
সাগর লইয়া সম্ভার-সার,
রস সিঞ্চন করে চারিধার,
গন্ধ-দ্যোতনা বসুন্ধরার
অন্ধ-তমস নাশে ।

তোমার বোধনে জাগ্রত ধরা,
ব্যগ্র ব্যাকুল আগ্রহ ভরা,
তোমার বর্ম্ম কর্ম্ম-পশরা
কার্য্য-কারণ মাঝে ;
আমার চিত্তে চৈত্য-স্বরূপে,
অপরূপ তুমি জাগি চুপে চুপে
ব্যক্ত-বোধন-বিত্ত-বিভবে
সেজেছ দীপ্ত সাজে ।

২৪

আমি তোমারে ভুলিব কিসে!
তুমি ভুলের বাজারে বসে'।

এই যে তোমার ধরণী বিপুল,
সবে কহে এটা একেবারে ভুল,
তব কারিকরী অপার অতুল
কেবল ভুলের বশে;
রবি নহে রবি—চাঁদ নহে চাঁদ,
সব নাকি শুধু ভুল-পাতা ফাঁদ,
তোমার বিধান যত ছিরি-ছাঁদ
কিছুরি নাহিক' দিশে!

তাই বুঝি এই ভুলের মাঝারে,
ভুল হতে সখা, বাঁচালে আমারে,
তব মণিময় মন্দির-ধারে
টানিয়া এনেছ হেসে;
এ বিশাল হাটে ভুল মাঝে আসি'
পাছে আমি কোনো ভুল করে' বসি,
সত্য-স্বরূপ তাই পরকাশি'
ভুলেরে ভুলালে এসে।

২৫

কোথায় টলিল কার কনক-আসন
ভকতের আবাহনে ; না জানি কখন
নন্দনে মন্দার-মালা রত্ন গ্রন্থি খুলি'
খসিয়া পড়িল ভূমে চেনা-পথ ভুলি।
থরে থরে দলে দলে ত্রিদিব-কুসুম
ফুটিয়া উঠিল মরি, নিথর নিঝুম
ধরা স্থির অবিচল ; কানন ছাপিয়া
সমীরণ সুধা-বাস গেল ছড়াইয়া।

কে তুমি বিরাজ বিশ্ব-বিশাল-কমলে ?
কিরণ-চ্ছুরিত রূপে জ্যোতি ঝলমলে !
কে তুমি ভুবনে মগ্ন ? হেরি তব কেলি,
আপনারে কোন্‌খানে হারাইয়া ফেলি !

বিশ্ব-রূপী বিশ্বেশ্বর তব পদে নতি,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তব প্রেম-মুখ-জ্যোতি !

২৬

তুমি সত্য-স্বরূপ বিভু !
বিশ্ব-প্রকৃতি তোমার বিভূতি,
বিশ্বের তুমি প্রভু।

বিবশ আকাশ ধীর মন্থরে
গাহে তব নাম গান;
উদাস বাতাস হরষিয়া করে
সরস পরশ দান।

তরুণ কিরণ আলোকে ফুটায়
ব্রাহ্মী-বরণ নব;
অকূল সাগর অথিরে নাচায়
রসের পাথার তব।

বসুন্ধরার নন্দন ভরি'
তোমার সুরভি গন্ধ;
পঞ্চ এ ভূত মন্থন করি'
ধ্বনিছে তোমার ছন্দ।

তুমিময় এই শ্যাম ধরা খানি,
ধরাময় তুমি—তুমি ;
প্রতি পরমাণু কহে তব বাণী
তোমার চরণ চুমি।

নিত্যানিত্য যোগ-আবর্ত্তে
একই সত্য বহে ;
ধরা পরিণত পরম সত্যে,
মিথ্যা কখন' নহে !

সত্য-শরণ, তোমার বোধন
সত্যের ধরা খানি ;
সত্য সকল কার্য্য-কারণ,
সত্য সকল বাণী।

ট

২৭

নমো নম পুরুষ-প্রধান !
নিখিল বিশ্বের আত্মা,
সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা,
চির দীপ্ত তব সত্বা—অনন্ত মহান্,
নমো নম পুরুষ-প্রধান !

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারী,
দিব্য বিশ্বরূপ-ধারী,
ষড়ৈশ্বর্য্যময় হরি পূর্ণ ভগবান,
বসতি নিখিল বিশ্বে,
বিশ্ব ফুটে তব হাস্থে,
চির ব্যাপ্ত বাসুদেব চির গরীয়ান।

তুমি সৎ সত্যসন্ধ,
চিন্ময়-স্বরূপ-ছন্দ,
একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-পরাৎপর ;
নরের অয়ন তুমি,
সর্ব্ব-পরিণতি-ভূমি,
নমো ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী শিব মহেশ্বর।

তব নিয়ন্ত্রিত তন্ত্রে,
প্রণবের মহামন্ত্রে,
এ কী নাঁদ বিশ্বযন্ত্রে শাশ্বত সঙ্গীতে ;
অখণ্ড আরতি তব,
বিশ্ব জোড়া অভিনব,
প্রতি পরমাণু চলে তোমার ইঙ্গিতে।

অগ্নি তুমি হোতা তুমি,
হবি ও আহুতি তুমি,
অনাদি গন্তব্য ভূমি, জয় তব জয় ;
যখন যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
তুমি ছাড়া কিছু নাই, তুমি সর্ব্বময়।

তুমি কর্ত্তা তুমি কর্ম্ম,
তুমিই কারণ-মর্ম্ম,
নিরগুণ নিরাকার অরূপে স্বরূপ ;
বিমল তোমার জ্যোতি,
নির্ব্বিকল্প নিরাকৃতি,
তব পদে চির নতি হে বিশ্বের ভূপ !

২৮

ওগো সাথী,—
বিশ্ব জোড়া বিশ্বরূপ আজি
তব হাস্তে কি হেতু বিকাশে ?
তব দীপ্ত পুণ্য দীপ-শিখা
দিকে দিকে অন্ধকার নাশে।

আখণ্ডল মণ্ডিত ছায়ায়
কুণ্ডলিনী মাগিছে বিশ্রাম ;
বিরজার নামময় স্রোতে
এ কী বিশ্ব ফুটে অবিরাম !

ছিলে দ্বারী হেম-মন্দিরের,
ছিলে সাথী অন্ধকার পথে ;
আজি দিব্য জ্যোতির নিথরে
এ কী সাজে এলে পুষ্প-রথে !

শান্তোজ্জ্বল তোমার ছটায়
চরাচর পূর্ণালোকে ভাসে !
তোমার বিমল মুখছায়
এ কার সুষমা পরকাশে ?

মন্দির

কে তুমি কে তুমি দয়াময়,
দীর্ঘ পথে চির সাথী মোর !
মম প্রাণে—তোমার চরণে
একী বাঁধা রম্য হেম-ডোর !

মনে হয় নহ শুধু সাথী,
তুমি চির জনমের পতি ;
মনে হয় তোমার সন্ধানে
জীবনের চির পরিণতি ।

এস এস নবীন যৌবনে,
আলোকে পুলক দেহ ভরি !
এস এস অনিন্দ্য জীবনে,
মধু ছন্দ সুগন্ধি সঞ্চারি' !
এস এস দেহ-মন-প্রাণে,
অন্তরের পুষ্পিত সোপানে !
চল চল কে আছে কোথায়,
যেতে হবে কাহার সন্ধানে !
বিশ্বব্যাপী বিশ্বনাথ সনে
এস প্রাণে হে চির-উজ্জ্বল !
নাম-সরে হে মম মৃণাল,
প্রস্ফুটিত কর শতদল !

তুমি আমি জীবনের পথে
হাত ধরি হব অগ্রসর ;
যদি কেহ থাকে আপনার
মাগিয়া লইব শুভ বর।
বিষাদ কি আহ্লাদের গান,
গাব দোঁহে যাহা মনে আসে ;
হাসি-কান্না সকল সমান
তুমি যদি রহ মম পাশে।

ভেবে দেখ কত যুগ ধরি'
তোমায় আমায় পরিচয় ;
ভুলেছিনু মাঝে ক'টা দিন,
ক'টা দিন পাইনি' সময়।
আজি কোন্ মহা শুভক্ষণে
এলে তুমি আলো বিথারিয়া ;
কি জানি কি অবিরাম স্রোতে
প্রাণ মোর চলিল ভাসিয়া।

এলে যদি দাঁড়াও সম্মুখে,
এস দোঁহে হাসিতে হাসিতে,
দীপ্ত পথে হই আগুয়ান,
জীবনের নবীন প্রভাতে।

ও

মন্দিরে

(ব্রহ্মত্ব—যোগ)



১

জয় জয় রাজ-রাজেশ্বর!
অরূপ ছটার ঘটার মাঝারে
স্বরূপ পুরুষবর!

নবঘন জ্যোতি মণ্ডিত ঘরে,
চিন্ময় তুমি রয়েছ নিথরে,
অঙ্গ-প্রভার সঙ্গম-সরে
বিকশিত চরাচর;
অরূপ ছটার ঘটার মাঝারে
স্বরূপ পুরুষবর!

মন্দির

কনক তোরণে সেজেছিলে দ্বারী,
প্রাঙ্গণে ছিলে সঙ্গী আমারি,
আজি এ মানস-মন্দিরে হেরি
অপরূপ কলেবর ;
হে দ্বারী হে সাথী হে আমার সখা,
উজল শোভায় আজি দিলে দেখা,
একি অপরূপ হে অরূপ-মাখা,
মধুর মাধুরী-থর।

বিকচ নবীন ব্রহ্ম-কান্তি,
দিক্-দিগন্ত লোকিত ক্ষান্তি,
অন্তরে চির চরম শান্তি,
পরম প্রাণেশ্বর ;
ধন্য দুঃখ ধন্য বেদন,
ধন্য বিরহ-ব্যথিত রোদন,
ধন্য ব্যাকুল নিশি জাগরণ,
ধন্য শঙ্কা-ডর।

২

তুমি সুন্দর সুন্দর সুন্দর হে,
মম অন্দর-মাঝে জ্যোতি-কন্দর হে।
তুমি সত্য-সমুত্থিত সত্য-সখা,
মম চিত্ত-কাননে দেহ নিত্য দেখা।

তুমি চিন্ময় চিন্ময় চিন্ময় হে,
মম তনু-মন-প্রাণ-জ্ঞান তন্ময় হে।
তুমি আনন্দ-ঘন নব নন্দিত হে,
মম অন্ধ-জীবনে চির বন্দিত হে।

মম ভ্রান্তি-বিলুণ্ঠিত সুপ্তি মাঝে,
তব শান্ত সমুজ্জ্বল দীপ্তি রাজে।
তব নন্দন সুরসাল লহর বীণা,
মম অন্দর-বন্দরে যায় গো শুনা।
তব নন্দিত পরাগ আনন্দে মাখি,
মম দ্বন্দ্ব-বিবর্ত্তন গিয়াছে ঢাকি।

তুমি হিরণ্য বরেণ্য শরেণ্য হে,
মম দৈন্য এ ক্রন্দন ধন্য যাহে।
আজি ধন্য হে মম তাপ ধন্য দুখ,
হেরি সুস্মিত তব প্রেম-দীপ্ত-মুখ।
মম অন্তর-উদ্যানে শান্ত সুরে,
বাজে অণু-রেণু-পরমাণু অতনু জুড়ে'।

তুমি রসময় রসময় রসময় হে,
তুমি মধুময় মধুময় মধুময় হে।

৩

ওগো, তোমার জ্যোছনা ফুটেছে!
অন্তর-ব্যোম মন্থন করি'
পূর্ণিমা হেসে উঠেছে

তুমি হে আমার নন্দন বনে
মন্দার-ফুল-মালিকা;
তুমি হে আমার চিত্ত-কাননে
প্রণয়-শুভ্র যুথিকা।

তুমি হে আমার বক্ষের মণি,
যক্ষের ধন গোপতে,
তোমারে লইয়া মরিব বহিয়া,
দিব না কাহারে ছুঁইতে

মন্দির

তুমি হে আমার আলো আঁধেয়ার
তন্থর তনিমা নাশিতে ;
তুমি হে আমার সুশীতল ছায়া
ভান্থর কিরণ শাসিতে।
তুমি হে আমার সুবিমল বারি
প্রাণের পিপাসা মিটাতে ;
তুমি হে আমার অন্ধের নড়ি,
সন্ধ্যা-প্রদীপ ভিটাতে।

তুমি হে আমার নিশীথ-শয়নে
শুভ্র কোমল বিছানা ;
তুমি হে আমার আলিস-বালিস,
আয়েস করেছ রচনা।
তুমি হে আমার নিদ্রার কোলে
জাগ্রত থাক স্বপনে ;
তুমি হে আমার ভগ্ন কুটীরে
মগ্ন রয়েছ গোপনে।

তোমারি দেওয়া প্রভাত হাওয়া
তোমার সুবাস বহিয়া.
তব সমাচার ঝঙ্কারে কানে
রহিয়া রহিয়া রহিয়া !
উষার আলোকে, জ্যোতির ঝলকে,
তোমার করুণা বিথরে ;
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
রয়েছ নীরবে নিথরে।

রবির দ্যোতনা তোমার রচনা,
অমার আঁধারো তোমারি ;
পাখীর কাকলি, শিশুর আকুলি,
সকলি তোমার মাধুরী।
বিস্ময়ে নমি শিষ্য হে আমি
হেরিয়া তোমার দৃশ্য ;
আঁধারে আলোকে দ্যুলোকে ভূলোকে
বিশ্ব-ভুলানো আস্য।

লহ লহ সখা, লহ উপহার,
লহ গো চরণে টানিয়া ;
জনমে জনমে নিদ্রা-স্বপনে
থাক হে পরাণে জাগিয়া।

৪

বন্ধু, আজি তোমায় আমায় !
মিলিয়াছি এতদিনে,
মিশিয়াছে প্রাণে প্রাণে,
ফুটেছে রেণুর হাসি প্রতপ্ত বেলায়।
এতদিন ভয়ে ভয়ে,
দিনগুলি গেছে বয়ে,
তব সনে এ মিলন হয় কি না হয় !
কত উচ্চ পূর্ণ তুমি,
কত হীন ক্ষুদ্র আমি,
কোন্ শুভক্ষণে আজি নেমেছ ধরায় ;
কোন্ পুণ্যে এ মন্দিরে আনিলে আমায়

পেয়েছি তোমারে যদি হে করুণাময় !
এস আরো কাছে এস,
আমার অস্তিত্ব নাশ,
কহিয়া মধুর বাণী জুড়াও হৃদয় ;
ভুক্ষিত তৃষিত প্রাণ,
কর বন্ধু, শান্তিদান,
তোমার অমৃত স্পর্শে স্থিতি কর লয় ;
নিমেষ-বাসিত শ্বাসে,
তুমি আমি রব মিশে,
ভাল-মন্দ কোনো স্মৃতি যেন নাহি রয় ;
তোমার মাধুরী মাঝে কর গো তন্ময়।

মন্দির

তুমি যার আছ বন্ধু, তার কিবা ভয় ?
তুমি যবে থাক কাছে,
মরণ অমৃতে বাঁচে,
জীবন হাসিয়া গায় যৌবনের জয় !
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ,
তুমি সকলের লক্ষ্য,
তোমার চরণে বিশ্ব বিলুণ্ঠিত রয় ;
বিধাতা তোমার বরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করে,
সার্থক জীবন মম তোমার কৃপায় ;
তব দরশন পেয়ে,
গেনু আজ ধন্য হয়ে,
অন্তরে সন্তরে মম আনন্দ-তনয়,
আনন্দ-অম্বুধি মাঝে আনন্দে নিলয় ।

৫

আমি   এসেছি তোমারে বরিতে,
তব   পুলক-আলোকে মরিতে।

দিক্‌হারা মম উন্মদ চিতে,
বাসনা জাগিত তোমায় মিলিতে,
অন্ধ-তমস-বিবশা-নিশীথে
পরাণ কাঁদিত গানে ;

কবে কোন্ দিন কোন্ পথ দিয়া,
আসিয়া হাসিবে আঁধার নাশিয়া,
সেই আশে বঁধু, ছিলেম বসিয়া
তোমার জ্যোতির ধ্যানে।

মন্দির

আজ ফুটিয়াছে দীপ্ত কিরণ,
ব্যক্ত করেছ গুপ্ত বরণ,
অন্দর মাঝে রক্ত-মরণ
জীবন আহুতি যাচে ;

সুন্দর তব দ্যুতির ঝলকে,
কক্ষ উজলে অমৃত আলোকে,
নিবিড় ব্যথার গভীর পুলকে
তৃষিত ধমনী নাচে।

খোল খোল বঁধু, মুখের বসন,
মুক্ত কর গো ধাঁধা-আবরণ,
মম ক্ষীণ তনু কর গো গ্রহণ
চির জনমের তরে

তব উলঙ্গ জ্যোতির কিরণ,
সারা বুক দিয়ে করিব বরণ,
তৃষিত আমারে ডাকিছে মরণ
জীবনের খেলা ঘরে

৬

বঁধু, মরণ তোমার খেলা !
ধারে বহে' আনে তপ্ত গগনে
শান্ত শীতল বেলা।

ওরা যে বিরাগে পতঙ্গ-প্রায়,
দারুণ দাহনে দহিছে তথায়,
অজ্ঞান-বশে চলেছে কোথায়,
সহিয়া অশেষ জ্বালা ;

আসিয়াছ তুমি কর্ম্মের বশে,
পায়নি ত কেহ মর্ম্মের দেশে,
তাই ত্রিজগৎ কম্পিত ত্রাসে
হেরিয়া মরণ-মেলা।

মন্দির

আমি ত দেখেছি তোমার আরতি,
অম্বর-জোড়া সম্ভার-রতি,
ভদ্র তোমার রুদ্র মূরতি
মন্দির করে আলা ;

নন্দিত চিতে অতি অনুরাগে,
বন্দিব তোমা' দীপ্ত পরাগে,
গুপ্ত হিয়ায় মুক্ত সোহাগে
সাজাব বরণ-ডালা।

যে দেশে তোমার ফুটেছে কিরণ,
সে দেশে আবার কিসের মরণ,
সে যে জীবনের নব জাগরণ
সুধা-সমীরণ ঢালা ;

মৃত্যু তোমার অমৃত মাধুরী,
লহর দোলার ললিত চাতুরী,
আসক্তি নাশে মুক্তির ছুরী,
শক্তির পূত লীলা।

৭

হে মোর জীবনাধিক প্রিয়,
হে মহান্ রাজ-রাজেশ্বর !
সিদ্ধি-ঋদ্ধি-মণ্ডিত-শোভায়
এ কী সাজে সাজাইলে ঘর ?

পরাণের নিবিড় আড়ালে
ছায়াময় তামসি-তনিমা,
আজি হেরি আলোকিত সব
মেখে তব বিপুল গরিমা ।

অন্ধকার ধাঁদার মাঝারে
উছল আলোকে ভাসে হিয়া,
দগ্ধ করি সকল সন্তাপ
দিলে প্রাণে দীপালি জ্বালিয়া ।

তোমার আলোকে ক্ষুদ্র আমি
ডুবে গেনু জ্যোতির নিথরে ;
কত মোতি হীরা মরকত
ঢেলে দিলে দীনের কুটীরে !

অফুরন্ত কুবের-ভাণ্ডার,
দিলে তার দ্বার উঘারিয়া,
থমকি' চমকি' আমি দীন
রহিলাম বিস্ময়ে চাহিয়া !

ধন রত্ন বিভূতি বৈভব
পারিল না আশা মিটাইতে ;
কে জানে কি সুনীল সায়রে
প্রাণ চায় কোথা ভেসে যেতে।

সম্বর' হে বিভূতি-বিলাস,
খুলে লও সব আভরণ ;
অমূল্য এ রতন-সম্পদ
দীন-জনে কিবা প্রয়োজন !

বারি-হীন শূন্যগর্ভ ঘটে
যুগান্তের পিপাসা কি যায় ?
হে আমার পূত স্রোতস্বতি,
আজি হে তৃষিত তোমা' চায় !

ভগ্ন এ কুটীর হতে মোর
কেড়ে লও সকল সম্ভার,
কেবল তোমারে আমি চাই,
তুমি মোর সকলের সার !

৮

এক দিঠে শুধু রহিব চাহিয়া,
 সকল বেদনা যাব গো পাশরি' ;
নয়নে নয়নে মোহন মিলন,
 ভুলে যাব সব বয়ান নেহারি'।

প্রলয়-সলিলে ডুবুক্ জগৎ,
 কিবা ক্ষতি তায় বল প্রেমাধার !
মোরা শুনিব না ভীম তর্জ্জন,
 প্রাণে প্রাণে মিলি হব একাকার।

প্রকৃতিরে কভু গাহিতে দিব না,
 কহিতে দিব না কোনই বারতা ;
আমাদের মত সকল ধরায়,
 খেলিবে মৌন চির নীরবতা।

যদি গায় পাখী না মানিয়া কথা,
 শুনিব না মোরা রহিব নিঝুম ;
রবি শশী কত গগনে হাসিবে,
 মোদের তাহাতে ভাঙিবে না ঘুম।

মন্দির

দিবস-রজনী কত যাবে চলে,
কত শত যুগ হইবে বিলয় ;
দিগন্ত বহি' কত বুদ্বুদ্
হাসিবে ভাসিবে নাচিবে খেলায়

ভুলে যাব মোরা বাহিরের যত,
হবে আমাদের প্রাণের মিলন ;
ভুলে যাব সুখ, ভুলিব বেদনা,
ভুলে যাব সখা, জীবন-মরণ ।

এই শুধু মোর বাসনা পরাণে,
এস হে এস হে পরাণের বঁধু,
তব প্রেম-রসে বিভোর হইয়া,
পান করি সুখে তব মুখ-মধু ।

দেহ-মন-প্রাণ সব লও মোর,
চাই শুধু আমি তোমারে হে সখা,
পরাণে পরাণে নয়নে মিলিয়া,
তোমার জ্যোতিতে রহিব গো ঢাকা ।

৯

তুমি আমার পরাণ বঁধুয়া,
তুমি আমার পরাণ বঁধুয়া!
পূরবে পচিমে
দক্ষিণে বামে
আছ চারিদিক ধাঁদিয়া,
ওগো আমার পরাণ বঁধুয়া!

পেয়ে তোমার সুখের সাড়া,
যত বিদ্রোহী স্বজনেরা,
ত্রাস-কম্পিত
লাজ অবনত
রয়েছে বদন ঢাকিয়া,
তব ব্রাহ্মী-বরণ দেখিয়া।

ওরা ভাবে সবে মনে মনে,
পুন আঁকড়িবে বন্ধনে;
অভিসার গতে
রজনী প্রভাতে
যাবে যবে তুমি চলিয়া;
ওরা সেই আসে আছে ভুলিয়া।

মন্দির

বঁধু   তোমার আলিঙ্গনে,
মধু   সোহাগের চুম্বনে,
অন্তরে মোর
বন্ধন-ডোর
ধীরে ধীরে গেল খসিয়া,
তব   রসাল-রভসে রসিয়া।

পেয়ে   তোমার সরস সঙ্গ,
মম   যাত্রা হইল ভঙ্গ ;
এত হাঁক্-ডাক্
উৎসব-জাঁক্
সকল গেল যে থামিয়া,
আমি   নীরবে বসিনু নামিয়া।

এই   দীর্ঘ জীবন-যোধে,
আমি   চলেছিনু বড় সাধে !
কর্ম্ম-নামক
অসি ভয়ানক
গভীর গরবে বহিয়া,
আমি   চলেছিনু সুখে গাহিয়া।

দিয়ে   দোহাই হে করমের,
আমি   করণ করেছি ঢের ;
অবসর মতে
সন্ধ্যা-প্রভাতে
ঘণ্টা নাড়িয়া নাড়িয়া,
দি'ছি   তোমার পূজাটা সারিয়া

যত নিজ-জন চারিপাশে,
আমি স্বজন ভেবেছি হেসে ;
বুক পুড়ে' যায়
তবু এ হিয়ায়
তাদের ধরেছি চাপিয়া,
কত হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া।

ওগো বক্ষে চাপিয়া বসে',
ওরা নিয়েছে শোণিত শুষে' ;
তাই যত ব্যথা
গাহিয়া কি গাথা
কখন উঠিব ফুটিয়া,
গেল তোমার চরণে ছুটিয়া।

তাই চলিতে চলিতে পথে,
কবে দেখা হলো তব সাথে,
মম আবাহন
করিলে গ্রহণ
আপনি যাচিয়া যাচিয়া,
দিলে সকল বেদনা মুছিয়া।

মহা রুদ্র-ঝঞ্ঝা মাঝে,
তুমি বাঁচালে সকল কাজে ;
মন্দিরে এনে
তোমার চরণে
লইলে আমারে টানিয়া,
আমি ধন্য তোমারে জানিয়া।

মন্দির

ওগো　　আমার হৃদয় দলে'
তুমি　　যাবে কি প্রভাতে চলে' ?
　　পুন যত অরি
　　অধিকার করি
　বসিবে আমায় জুড়িয়া,
তব　　মন্দির-তল ভরিয়া ?

নিয়ে　　তোমার আসন খানি,
ওরা　　করিবে কি টানাটানি ?
　　অভিসার নিশি
　　অবসানে শশী
　নীরবে যাবে কি ডুবিয়া,
পুন　　আঁধার রহিবে ব্যাপিয়া ?

তুমি　　চিত্তের বিনোদন,
চির　　সাধনার সার-ধন ;
　　বাঞ্ছিত হয়ে
　　লাঞ্ছনা দিয়ে
　যাবে বঞ্চিত করিয়া,
মম　　সঞ্চিত মধু লুঠিয়া ?

করে'　　সকল দুয়ার বন্ধ,
ঢাক　　বাহিরের রস-গন্ধ ;
　　তোমায় আমায়
　　এস দুজনায়
　থাকি আনন্দে ঘুমিয়া,
তব　　সুচারু চরণ চুমিয়া।

এস দক্ষিণে বামে ধাঁধি,
এস পূরবে পচিমে বাঁধি,
অধ ও ঊর্দ্ধ
কর হে রুদ্ধ
ক্ষুদ্র আমারে মথিয়া,
এস সকল দুয়ার রুধিয়া।

এস এস হে একেলা বঁধু,
থাকি তোমারে লইয়া শুধু ;
থাক্ পড়ে' সব
বাহিরের রব
বাহিরে মরুক্ কাঁদিয়া,
প্রাণে তোমারে রাখি হে বাঁধিয়া !

সব কাড়িয়া লও গো তুমি,
হেথা কর চির বাসভূমি ;
জীবনে মরণে
তোমার চরণে
লুটাব সাধিয়া সাধিয়া,
ওগো আমার পরাণ বঁধুয়া !

১০

ওগো, যেয়োনা যেয়োনা যেয়োনা।
দিলে যদি তবে আরো দাও বঁধু,
পরাণে জাগাও চেতনা

তোমার রম্য পুণ্য আলোকে,
কর—কর চির ধন্য আমাকে,
কুলু-কুলু নাদে মম চারিদিকে
বহাও প্রেমের যমুনা;
দিলে যদি আরো আরো দাও বঁধু,
নিমেষের তরে যেয়োনা

পাইয়াছি যদি আরো পেতে চাই,
সুখ-দুখ আমি কিছু না ডরাই,
যা' দিবে দয়াল, লব আমি তাই,
কেবল বিরহ সহে না ;
মম প্রতি অণু-পরমাণু ভরে',
তোমার বীণাটী বাজাও লহরে,
মধু-ঝঙ্কারে ওঁ-কার স্বরে
গাহ গো তরুণ গাহনা।

তুমি তুমি তুমি তুমি-ময় আমি,
হে দ্বারী হে সাথী হে জীবন-স্বামী,
তোমাতে ডুবিয়া রব দিন-যামী,
এ আমার চির বাসনা ;
সম্বর' তব গুপ্ত চাতুরী,
বিজলী-ঝলকে খেলা লুকোচুরি,
বিকাশ' অশেষ পূর্ণ মাধুরী,
হে আমার চির সাধনা !

১১

তব সাথে পরাণে পরাণে
এক তারে বীণাটী জড়িত ;
বাজে এক সুমঙ্গল রাগ
নিশীথের ঝিল্লি-রব মত।

এক রবি কিরণ ছড়ায়,
এক শশী হাসে তারাদলে,
এক পূত মন্দাকিনী-ধারা
নব-রাগে পুলকে উছলে।

এক ঘরে বসতি করিয়া
এ কেমন হারাই হারাই !
কেন হে বিচ্ছেদ দেয় দেখা,
অনুক্ষণ হেরিতে না পাই ?

এত স্নেহ এত ভালবাসা
এত প্রেম ঢেলে দিলে যদি,
তবে কেন তব দীপ্ত জ্যোতি
জীবনে বহে না নিরবধি ?

তব ফুল্ল মোহন মূরতি
আছে মোর এ মরমে আঁকা ;
তবু কেন বল বঁধু, বল
সদা তব পাইনাক দেখা ?

মন্দির

তোমারে হেরিতে চিরদিন,
প্রাণে প্রাণে হইতে তন্ময়,
বড় সাধ জাগে মোর মনে,
পূর্ণ কর হে জীবন-ময় !

বুক-ভরা দরশন তব
অবিরত পাইনাত হায় !
চপল আলোকে ফুটে ছবি,
তখনি আঁধারে ডুবে যায়।

জ্যোতির্ম্ময় আনন তোমার
যবে জাগে আমার এ মনে,
ক্ষণেক বিজলী ঝলকিয়া
চকিতে মিলায় আঁখি-কোণে

বল বঁধু, কি করিলে তোমা'
চিরদিন পাইব দেখিতে ?
চিরদিন পিব মুখ-মধু,
রাখিব গো আঁখিতে আঁখিতে !

১২

সবে বলে তুমি হে সুন্দর,
সুবিমল মোহন মূরতি,
মুগ্ধ বিশ্ব সবিস্ময়ে চেয়ে
করে তব রূপের আরতি।

সবে বলে তোমার বয়ানে
ললিত মাধুরী মূরছায়,
তাই তব রূপের বৈভবে
সারা বিশ্ব চরণে লুটায়।

আমি কি গো ছাড়া এ জগৎ,
আমি কেন বুঝিতে না পারি ?
বল কোন্ জ্যোতির ধাঁদায়,
রাখিয়াছ আমারে আবরি ?

তুমি বঁধু, কত যে সুন্দর
কেমনে তা বুঝিব বল না,
তুমি ছাড়া কি আছে কোথায়,
কার সনে করিব তুলনা ?

মন্দির

আমি দেখি বিশ্বময় সব
সুন্দর হে, অতীব সুন্দর ;
তুমি বঁধু, সবিতার মত
দীপ্ত করি সকল কন্দর !

পঞ্চভূতে তোমার স্বরূপ
পরিপূর্ণ রূপে করে খেলা ;
মুগ্ধ আঁখি যেই দিকে চায়,
হেরে তব বিভূতির মেলা ।

রবি শশী আলোক আঁধার
দীপ্ত সুপ্ত যা আছে যেখানে,
আমি দেখি তুমি-ময় সব
পরমাণু-অণুর বিতানে ।

সুন্দর বিশ্বের খেলা ঘরে
মধুময় তোমার হে নাট ;
সুন্দর এ ধরার মাঝারে
ভাল তুমি মিলায়েছ হাট ।

পাপরূপে কালো হয়ে এসে
পুণ্যরূপে আলো দিয়ে যাও ;
তাপরূপে মরুভূমি সৃজি'
স্নিগ্ধতার সলিলে ডুবাও

মন্দির

সুন্দর হে সুধার পেয়ালা,
　　মরণে জীবন আনে টানি ;
সুন্দর হে গরল সম্পুট,
　　মৃতে কহে অমৃত কাহিনী ।

নহে অংশ—পরিপূর্ণ তুমি,
　　পূর্ণ—পূর্ণতম তব জ্যোতি ;
পাপে পুণ্যে বিষাদে হরষে
　　পূর্ণরূপে তোমার বসতি !

তোমার সৃজন করা ধরা,
　　তাই এত সুন্দর বিধান ;
কোথা পাব অসুন্দর কিছু,
　　তুলনায় দিব তব মান !

অযোগ্য এ ক্ষিপ্ত দেহ মোর
　　তোমারি সুন্দর কারিকরী ;
তাই আজ বিপুল গরবে
　　দিনু তব চরণেতে ধরি' ।

ধন্য তব পুণ্যরূপ মাঝে
　　লুপ্ত কর আমার চেতন ;
লহ দেহ লহ মন-প্রাণ,
　　করি আজ আত্ম-নিবেদন ।

১৩

আজি মম পূর্ণ মনোরথ,
আজ তোমা পেয়েছি নিকটে ;
অনন্ত সে অম্বুধি মথিয়া
এলে আজ হৃদয়ের তটে ।

রত্ন তুমি রত্নাকর-নীরে,
উর্ম্মি দলে ভাসিয়া ভাসিয়া
কতবার এলে ধরা দিতে,
পুন কেন গিয়েছ চলিয়া

দিগন্তে ছড়ায়ে হাসি-রাশি,
ভেসেছ ডুবেছ কতবার ;
জীবনের কূলে দাঁড়াইয়া
দেখিয়াছি সে রঙ্গ তোমার

ক্ষণেক দিয়েছ মোরে দেখা,
ক্ষণেক ডুবেছ সিন্ধুনীরে ;
হতাশে কেঁদেছি আমি কত
দাঁড়াইয়া কঠিন এ তীরে

মন্দির

আজ শুভক্ষণে আসিয়াছ,
আসিয়াছ দিতে মোরে ধরা ;
জীবন যৌবন উছলিয়া
পড়ে' গেছে তব শুভ সাড়া

এলে যদি যেয়ো না চলিয়া,
কর হেথা চিরবাস-ভূমি ;
যা' আছে এ ভগন কুটীরে
সব জোড়া হয়ে থাক তুমি।

তব শুভ্র হাসির দীপকে
দীপ্ত কর অন্ধকার হিয়া ;
উলাসে বিবশে মম প্রাণ
তব পায়ে পড়ুক লুটিয়া।

হৃদয়ের নিকুঞ্জ কাননে
জ্যোছনা হাসুক্ মূরছিয়া ;
সে হাসিতে সন্তোষ-কুসুম
একে একে উঠুক্ ফুটিয়া।

তোমার বিনোদ ঠাম হেরি
সোহাগের বীণাটী আমার,
কলিত-ললিত-মৃদু-ছন্দে
ঝঙ্কারিছে বসন্ত-বাহার।

তব সনে সুখের সায়রে
চলিব হে ভাসিয়া ভাসিয়া ;
ডুবিব উঠিব কত যুগ,
সমাধির ব্যাধি ঘুচাইয়া।

তুমি মম হিয়ার পরাণ,
তুমি মম অন্ধের নয়ন,
তুমি মম জীবনের আলো,
নিশীথের নিবিড় স্পন্দন।

তুমি মম নির্জীবে সজীব,
তুমি মম বোবার স্বপন,
তুমি মম—তুমি মম বঁধু,
দরিদ্রের অমূল্য রতন।

তুমি মম শয়নে স্বপনে,
তুমি মম জীবনে মরণে,
চির দীপ্ত ব্যাপ্ত তুমি বঁধু,
অনবদ্য বিশ্বের মিলনে।

১৪

দিবানিশি জাগ প্রাণে
কে তুমি চেতনাময় !
অন্তরের অন্তরালে
জীবন্ত জাগিয়া রয় !

কেন সখা, কোন্ লাগি
মন্দিরে রয়েছ জাগি ?
মম সম দুখী প্রাণে
এত দয়া নাহি সয় !

তোমার অমৃত বাণী,
মরণ লয়েছে টানি,
মধু বঁধু, মধু তুমি,
তব সঙ্গ মধুময় ।

১৫

এস আরো কাছে সরে' এস,
এস পান করি মুখ-মধু ;
এস এস মধুর চুম্বনে
ঢেকে দেই তব আঁখি বঁধু!

প্রাণবদ্ধ সুপ্ত আলিঙ্গনে
এ জীবন হবে অবসান ;
তব দীপ্ত জ্যোতির নিথরে
প্রাণে প্রাণে লভিব নির্ব্বাণ।

তব প্রাণ মম প্রাণ সনে
বাঁধিয়াছি সোহাগের তারে ;
শয়নে স্বপনে আমি বঁধু,
তিলেক না ছাড়িব তোমারে।

তিলেক না হব তোমা' ছাড়া,
তুমি-আমি বঁধু, তুমি-আমি!
আর কিছু নাই এ ধরায়,
তুমি-আমি ব্যাপ্ত দিন-যামী।

তুমি-আমি পরাণের কোণে,
তুমি-আমি নিদ্রা-জাগরণে,
তুমি-আমি আদি-অন্ত জোড়া,
তুমি-আমি জীবনে মরণে।
কাননে ভূধরে নীলিমায়
রহিয়াছি তুমি-আমি লাগি,
তুমি-আমি তারকার ক্ষুধা,
নিশিদিন তুমি-আমি জাগি

পাপে পুণ্যে আলোকে আঁধারে
তুমি-আমি রয়েছি ডুবিয়া,
তুমি-আমি ক্ষিপ্ত নীল-জলে
দিয়াছি হে তরঙ্গ তুলিয়া।
তুমি-আমি দেবেন্দ্র-ইন্দ্রানী,
তুমি-আমি শিব-ভগবতী,
তুমি-আমি বিষ্ণু-পদ্মালয়া,
তুমি-আমি পুরুষ-প্রকৃতি।

নীরব এ স্তব্ধ বিশ্ব জুড়ে'
তুমি আর আমি আছি শুধু ;
অনন্ত জাগ্রত তুমি-আমি,
তুমি-আমি সর্ব্বময় বঁধু !

১৬

এক রবি গগনের কোণে,
এক শশী জ্যোছনা বিথরে,
এক মধু মলয়ার হাওয়া
ভেসে যায় লহরে লহরে।

এক রূপে বিশ্বের আরতি,
এক রসে ধরার সিঞ্চন,
এক গন্ধে বসুন্ধরা ভরা,
এক স্পর্শে নিখিল স্পন্দন !

বাজে এক অনাহত ধ্বনি
অনন্ত এ ব্যোম-নীলিমায় ;
পঞ্চভূত মন্থন করিয়া
এক দ্যুতি বিদ্যুৎ নাচায়।

এক নিয়ন্ত্রিত মহাতন্ত্রে
বিশ্ব যন্ত্র পড়িয়াছে ধরা ;
তবে কেন মোরা তুমি-আমি,
এ জগৎ ছাড়া কি আমরা ?

মন্দির

আমার আমিত্ব মহা-ঘটা,
পেয়ে তব স্বামিত্বের ছায়া,
কবে কোন্ মহেন্দ্র-মুহূর্ত্তে
ধীরে ধীরে তেয়াগিল কায়া !

থেমে গেল হিল্লোল-কল্লোল,
ফুরাইল কালের গমন ;
তুমি-আমি লুপ্তের মাঝারে
চির-দীপ্ত সুপ্ত একজন !

স্তব্ধ আজি আনন্দ-বিষাদ,
ভূত-ভবিষ্যৎ সমুদয় ;
বিরাজিত বর্ত্তমান শুধু,
এক মাঝে একের তন্ময় !

৭

অন্দরে

(ভক্ত—লীলা)



১

বকুল ফুলের বনে রে ভাই,
বকুল ফুলের বনে।

সে দিন এম্‌নি বসুন্ধরা,
ছিল সরস গন্ধ ভরা,
অন্ধ অলি ফুটিয়ে কলি
গাইছিলো একমনে;
বকুল ফুলের বনে।

সে দিনো চাঁদ উঠেছিলো,
তারার মধু লুঠেছিলো,
রূপোর মত ছড়িয়ে আলো
হাস্‌লো মোহন হাসি;
জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে,
জ্যোছ্‌না এলো ফাঁকে ফাঁকে,
বাতাস গেলো দিকে দিকে
লয়ে গন্ধ-রাশি।

পূরবে ঐ ঝোপের আড়ে,
দখিনে ঐ দীঘির পারে,
পচিমে ঐ ক্ষেতের ধারে,
সব দিকেতে আলো
উত্তরে ঐ শীতল পথে
কে যেন কে এলো।

মন্দির

গাছে গাছে পাখীর দলে,
‘এলো এলো এলো’ বলে’,
সুধার মত মধুর বোলে
গাইলো কত গান ;
লতা পাতা মাথা নেড়ে,
বরণ করে’ নিলো তারে,
কেবল একটী বোঁটা ছিঁড়ে
আমি করলেম দান

তারপরে যে হলো কিবা,
জানি না তার নিশি-দিবা,
কি হলো আর নাই সমাচার
ছিলেম অচেতনে ;
বকুল ফুলের বনে !

২

দাও মোর 'আমি' জাগিতে

তব পরশিত পবিত হিয়ায়

নব 'আমিত্ব' মাখিতে।

জগৎ জুড়িয়া শুনি কলরব,
আমিত্ব-নাশী কি মহা উৎসব,
সবে চায় ছেড়ে 'আমি আমি' রব
তব স্বামিত্বে মিলিতে ;
আমি ভাবি বঁধু, যেথা নাই আমি,
সে দেশে কেমনে থাকিবে হে তুমি,
তুমি-আমি এক মালার গাঁথুনি,
আছি এক সাথে দুলিতে।

মন্দির

অগ্নি ছাড়িতে পারে কি দাহন,
সূর্য্য লুকাতে পারে কি কিরণ,
জীবন শাসিতে পারে কি মরণ,
আধেয় আধার ভুলিতে ?
বারি বিনা কভু তৃষা কি গো ছুটে,
গগন ছাড়িয়া চাঁদ কি গো উঠে,
মলয়া বিহনে কুসুম কি ফুটে,
প্রাণ ছাড়া দেহ চলিতে ?

যতই জাগিবে 'আমি আমি' সাড়া,
ততই যে তুমি পড়িবে গো ধরা,
বিয়োগ আনিবে যোগের পশরা,
ছায়া পাবে কায়া ধরিতে ;
অকালের যেথা নাহিক' বোধন
মহাকাল সেথা হয় না চেতন,
রসের লাগিয়া রূপের জনম,
তাই সাধ নাই মরিতে।

৩

অনুপমা প্রকৃতির শোভা সরোবরে,
তুমি পড়িয়াছ ধরা বিশ্বের বাসরে।
তোমার প্রথম আলো হেরেছিনু পথে,
প্রেমময়ী প্রকৃতির মনোময়ী রথে।
শস্য শষ্প পত্র পুষ্প তোমার লাগিয়া,
দেখেছি যুগান্ত ধরি' থাকিতে জাগিয়া।
নিত্য নববেশে সাজি তরুণী নবীনা,
তব নব সঙ্গমের সায়রে মগনা ;
অম্বর-নিচোলে চারু বয়ান সম্বরি'
নীল-গুণ্ঠনের কুণ্ঠা গিয়াছে পাশরি'।
শুধু প্রকৃতিরে তুমি দিয়াছ হে ধরা,
তোমারে পায়না কেহ সে প্রকৃতি ছাড়া।

আজি নব-জাগরণে হে মোর রমণ !
নারী-বেশে তাই কি গো সাজালে এমন ?

৪

আমি দাসী গো জীবনে মরণে !
রাখ আর মার যা' কর তা' কর,
রহিব জড়ায়ে চরণে

তোমার শয্যা-পদ-সীমান্তে,
নিশি দিন জাগি রব একান্তে,
চাহিয়া দেখিব বয়ান-পান্তে
বিপুল পুলক অন্তরে;
দুঃখ বিষাদ আহ্লাদ সুখ,
সব তরঙ্গে হেরিব শ্রীমুখ,
দেখ প্রাণময়, জুড়ে' মোর বুক
তোমার মূরতি সন্তরে

সেবিব তোমার কমল চরণ,
হেরিব তোমার শ্যামল বরণ,
উদার আঁখির অমল কিরণ
মধুর মাধুরী ছড়াবে ;
যুগ-যুগান্ত তোমার লাগিয়া,
স্বপনে চেতনে রহিব জাগিয়া,
তোমার সেবার চির অধিকার
আমারে তোমার করিবে।

তুমি হে আমার পরাণের স্বামী,
জনমে জনমে চির দাসী আমি,
সকল চেষ্টা তব অনুগামী,
সকল সাধনা চরণে ;
কখন তোমার কোন্ প্রয়োজন,
সেই সে ভাবনা আমার ভজন,
সকল কর্ম্ম সকল বচন
সার্থক তব শরণে।

৫

তুমি জনমে জনমে সখা !
দুঃখের ঝড়ে বক্ষের দ্বারে
সৌখ্য-সুরভি-মাখা

মম সম্পদে ফুটে তব আলো,
আমার বিপদে তব মুখ কালো ;
সম-বেদনার সান্ত্বনা ঢালো
সজল-জলদ-লেখা

তব বেদনায় আমার পরাণে
বহে প্রলয়ের ঝড় ;

কোমল বাহুর নিবিড় আড়ালে,
লুকায়ে তোমারে রাখিব বিরলে,
পান করি তব বেদনা-গরলে
লভিব অমর বর

তোমারে সুখের অসীম পাথারে
ডুবিয়া রহিব আমি ;

তব হাসিমুখে আমার মাধুরী,
বিনোদে খেলিবে ললিত চাতুরী,
মম প্রতি অণু-পরমাণু জুড়ি'
বাজিবে কেবল তুমি।

বন্ধু হে, তব ক্রন্দন-হাসি
নন্দন-লাস-মাখা ;

দাসী আমি তব চরণ সেবার,
সখী আমি চির সুখ-বেদনার,
সব তরঙ্গে সঙ্গী তোমার
হে আমার প্রিয় সখা !

৬

আমার নয়ন-মণি !
শত জনমের সম্পদ-শোভা নন্দন-সুধা-খনি !
শাখী-শাখে পাখী কণ্ঠ-কাকলি,
হের গো তোমারে ডাকিছে আকুলি,
হাসে নিকুঞ্জে কুসুম পুঞ্জ গাহি তব আগমনী।
মলয়া বহিছে পরমানন্দে,
নাচে শিখী চারু চটুল ছন্দে,
অরুণ আলোকে তরুণ দ্যুলোক পুলকে উন্মাদিনী।
গগনের কোণে লুকাইছে উষা,
সবিতা হাসিছে পরি' হেম-ভূষা,
আমি যে দুয়ারে রয়েছি দাঁড়ায়ে হাতে লয়ে ক্ষীর-ননি।
আমার নয়ন-মণি !

উঠ হে নয়নানন্দ !
ধরা দিতে ধরা হয়েছে অধীরা, মিটাইতে চির দ্বন্দ্ব ।
তোমার যতেক সঙ্গী-স্বজন,
তোমার লাগিয়া কত আয়োজন,
কত না মিনতি কত আবাহন কত গান কত ছন্দ !
বিনোদ-বিমল-রূপের কিরণে,
অমল-শ্যামল-শোভার বরণে,
হাস্য-জড়িত আস্য-অরুণে আলোকিত সব রন্ধ্র ।
কমল-নেত্র-পলক-পুলকে,
বিশ্ব নাচে এ বক্ষ-গোলোকে,
আমার হিয়ার হৈম-কুটীরে বহে রূপ-রস-গন্ধ ।
উঠ হে নয়নানন্দ !

তুমি মোর সুধা-সার !
নবনী-ছানিত কমনীয় বপু, অমিয়-মমতা-হার !
অন্ধের নড়ি বক্ষ-দুলাল,
যক্ষের ধন 'নন্দ-গোপাল,
চেতনে জীবন শয়নে স্বপন শত-লীলা-সম্ভার !
তোমার লাগিয়া যত আয়োজন,
এত মহাঘটা এত প্রয়োজন,
তোমার বিহনে গৃহ-প্রাঙ্গণে জাগে চির হাহাকার
তোমার সেবনে তোমার সৌখ্যে,
স্বাদু-স্নেহে সুধা ঝরিছে বক্ষে,
সম্পদে সুখে বিপদে দুঃখে ঘিরিয়াছ চারিধার !
তুমি মোর সুধা-সার !

৭

যে দিন মম চেতনা-ব্যোমে ধ্বনিল তব অমল-বাণী,
সে দিন হতে শান্ত-রূপে অন্তরে হে তোমারে জানি।

মলয়ানিলে বহিয়া এল সরস তব পরশ খানি,
চরণ-তলে বিকানু লোভে জীবন-মন ধন্য মানি।

উজল তব কিরণ-রথে অগ্নি-বাণে ছড়ায়ে আলো,
দুঃখময় অন্ধকারে সৌখ্য-রূপে জাগিলে ভালো।

অকূল তব পাথার যবে সেচিয়া রস হরষে এল,
হিলোল মাঝে কলোল গানে স্নেহের দোলে ভাসায়ে গেল।

মন্দ তব গন্ধ যবে ছড়ায়ে দিল বসুন্ধরা,
মধুরময় মাধুরী মাঝে মধুর রসে করিল হারা।

জানি গো জানি পঞ্চভূতে মধুর তব বিকাশ ধীরে,
তেমনি মধু পঞ্চরস ক্রমশ জাগে তোমারে ঘিরে।

কান্ত, তব কান্তি মাঝে পঞ্চরস পূর্ণতর,
মদন-মদে মাতিল তনু পরশ দিয়ে সরস কর।

৮

জানা ত যায় না, আমি জেনেছি,
দেখা ত যায় না, আমি দেখেছি ;
ছোঁয়া ত যায় না, আমি ছুঁয়েছি,
ধরা ত যায় না, আমি ধরেছি।

সে যে আমারি গো, সে যে আমারি,
আমি রয়েছি গো, তারে আবরি'।
সে যে মোর মাঝে আপনা-হারা,
আমি তার প্রেমে পাগল-পারা।

মীন কোন দিন সাগর লাগি,
আকাশের গায় উড়ে যায় কি ?
পাখী কি কখনো গগন বলে'
ডুব দিতে চায় সাগরতলে ?

বাণী কি কখনো কণ্ঠ রুধিয়া,
নীরবে রহে গো কুণ্ঠা করিয়া ?
সরস পরশ পাইলে দান,
আবেশে বিবশে ঢলে না প্রাণ ?

মন্দির

রূপ কি কখনো বস্ত্রাবরণে,
হতাশে তরাসে রহে গোপনে ?
রস কি কখনো রসিক বিনা,
অরসিক প্রাণে বাজায় বীণা ?

মন মাতানো সে কুসুম গন্ধ,
আবরণে কভু থাকে কি বন্ধ ?
গ্রহ তারাদল আকাশ ভরা,
সে শুভ খবর জানে না তারা।

বিশ্ব রয়েছে বিস্ময়ে চেয়ে,
তাহার লাগিয়া বেড়ায় ধেয়ে।
ফুরায়ে গিয়েছে আমার ধাওয়া,
ব্যাকুল কণ্ঠে মিটেছে চাওয়া

পান করিয়াছে প্রাণের বঁধু,
যত টুকু মোর আছিল মধু।
লুঠেছে জীবন যৌবন খানি,
সে যে গো আমার, তার যে আমি !

৯

যখন আমার তিলেক মাত্র নাই ক' অবসর,--
ঘরের কাজে সবাই মোরে চায়,
তখন তুমি বাজাও বাঁশী, শুনাও মধুর স্বর,
বনের ধারে শীতল তরুর ছায়।

গৃহস্থালীর মস্ত কাজে,
ব্যস্ত থাকি সকাল সাঁঝে,
তখন নাকি বনের মাঝে একলা যাওয়া যায়!
যখন তুমি বাজাও বাঁশী শীতল তরুর ছায়।

কোথায় ভূষণ কোথায় সাড়ী,
কোথায় পড়ে' চুলের দড়ি,
এযে তোমার জুলুম ভারি, কোথায় মুকুর পাই;
কোথায় গন্ধ-তেলের থালি,
চন্দনের যে আধার খালি,
কারে এখন কীবা বলি, কোন্ ছলনায় যাই।

সকাল-সন্ধ্যা জল আনিতে,
নদীর কূলে হয় গো যেতে,
আজ্‌কে সে যে হয়ে গেছে, কলসী জলে ভরা!
যখন বহে ভোরের হাওয়া,
বাগানে ফুল তুল্‌তে যাওয়া,
দুপুর বেলা একলা নাওয়া, সকল যে আজ সারা।

এখন আমি কোন্ ছলনায়,
ভুলাই আজি কোন্ বা কথায়,
সাজায়ে কে দিবে আমায়, অভিসারের সাজে ?
তোমার কেবল ছল-চাতুরী,
ইচ্ছা যাতে ধরা পড়ি,
বল এখন কী বা করি, লোক-সমাজের লাজে !

যখন ঘরের কাজটী সেরে,
বসন ভুষণ অঙ্গে পরে',
তোমার সঙ্গ পাবার তরে ব্যাকুল হয়ে বসি ;
শুন্‌বো বলে বেণুর গানে,
বসে থাকি বাতায়নে,
তখন কেন নিবিড় বনে বাজে না হে বাঁশী ?

সব আয়োজন ব্যর্থ করে'
ধূর্ত্ত তুমি বেড়াও ঘুরে'
সময় মতন থাক দূরে, একি বিষম দায় !
অসময়ে বাজাও বাঁশী শীতল তরুর ছায় ।

১০

ওগো সুন্দর স্বামী !

ওগো প্রিয়তম, তোমার সোহাগে কত সুন্দর আমি।

তব স্নেহ-সুধা-গন্ধানুলেপে নন্দিত মম তনু,
তোমার অমৃত-সায়রে মগন এ আমার প্রতি অণু।

করুণ-তরুণ-লাবণী-ধারায় ত্রিসন্ধ্যা করি স্নান,
সরম-জড়িত-শ্যাম-পাট-সাটী করেছি হে পরিধান।

তব অনুরাগ-অরুণ-সূত্রে চিত্রিত চারু ডোর,
প্রণয়-মানের কঞ্চুলিকায় উরস আবৃত মোর।

ধীর ও অধীর বিবিধ রঙ্গের ওড়নায় তনু ঢেকে,
উজ্জ্বল-রস-মধু-মৃগমদ এসেছি নাগর, মেখে !

তোমার স্বরূপ-কুঙ্কুম-বাসে সুবাসিত মম ঘর,
তোমার প্রণয়-চন্দন-রাগে চর্চ্চিত কলেবর !

তব সুস্মিত-মধুর-কান্তি কর্পূর সম অঙ্গে,
দিকে দিকে আজি সুবাস বিতরে মানস-মলয়া রঙ্গে।

রাগ-তাম্বুলে রসাল অধর রঞ্জিত অনুরাগে,
প্রণয়-কুটিল-কজ্জল মাখা চটুল নয়ন-যুগে।

মন্দির

আধ-আধ-সুধা-সিঞ্চিত-ভাব অঙ্গের আভরণ,
রভস-কুসুমে গ্রন্থিত মালা কণ্ঠের সুশোভন।

অশ্রু-কম্প-স্বেদ-পুলকাদি নব ভাবে তনু সাজি,
লুকান'-মানের কবরী বাঁধিয়া বিকানু চরণে আজি!

সোহাগা-জড়িত-অলকা-তিলকা উজল ললাট-তলে,
প্রেম-বিচিত্র-মণিময়-হার উছল বক্ষে দোলে।

তোমার লীলার কলোল-পাথারে মানস-হিলোল-লেখা,
নবযৌবনা সহচরী-রূপে আজি হে দিয়াছে দেখা!

মম অঙ্গের সুরভি-গন্ধ পেতেছে আসন খানি,
তোমারি আশায় রয়েছি বসিয়া কত যুগ নাহি জানি!

সকল সুখের আথর আমার তোমার কিশোর ঠাম,
এস এস মম পরশ-সায়রে, আমি পুরাইব কাম!

তোমার অমল মাধুরী লেপনে সাজালে আমারে ভালো,
তোমার সকল বাসনা পূরণে আমার বাসনা জ্বালো।

ওগো সুন্দর পরাণ-বঁধুয়া, কত রূপ হের মোর,
যুগ-যুগ জাগি'-রহ হিয়া পরে লীলা-রসে হয়ে ভোর।

তব বিলসিত পূত তনু খানি ধর ধর কমনীয়!
মদন-সায়রে মগন হইয়া পিয় মধু পিয় পিয়।

১১

ওগো মোর প্রিয়তম !
তোমার সুখের সায়র হইয়া
ধন্য জীবন মম ।
আমার অমল তরু-তরঙ্গে,
রসময় তুমি খেলিছ রঙ্গে,
আমি বিনে আর কে আছে তোমার
মধু হতে মধুরিম ।

তব আহ্লাদে আমি গো হ্লাদিনী,
সঙ্গিনী সব কাজে ;
তোমার বিপুল-শ্যামল-সুঠাম,
আমাতেই চির লভিছে বিরাম,
না জানি কতই অতল আরাম
বিহরে এ হিয়া মাঝে ।

মন্দির

সম-বেদনার চেতনা-পলকে
সম্বিদ-রূপা আমি ;
চিন্ময়ী মম ত্রিবিধ স্বরূপে,
যুগ-যুগান্ত বিহরিছ চুপে,
আমি হে তোমার প্রণয়-বিকার,
তুমি মোর প্রিয় স্বামী।

ভাবিয়া না পাই কতই মাধুরী
আমার এ সাথে দেছে ;
মম পরশনে তুমি পাও সুখ,
এই সুখে মোর উথলিছে বুক,
বিলাস-কান্তি-ভাব-মাখা-মুখ,
হাসে মোর হিয়া গেহে।

পিয় পিয় বঁধু, অবিরাম মধু
অকূল এ পারাবারে ;
পিয় চির-যুগ মিলন বেলায়,
পিয় বিরহের লহর খেলায়,
পিয় সুখে পিয় দুখ-বেদনায়,
এ সুধা খরচে বাড়ে।

১২

ধন্য বঁধু, ধন্য তব মোহন চাতুরী,
কি মিলনে কি বিরহে সমান মাধুরী !
মনে পড়ে তব সনে প্রথম মিলনে,
রাগারুণ জেগেছিল তরুণ নয়নে ;
ভাবময়ী অনুরাগ সোহাগে সাজিয়া,
মনসিজ বেশে কবে পরশিল হিয়া।
তুমি আমি নহি বঁধু, পুরুষ-প্রকৃতি,
মোদের মিলনে শুধু ছিল রাগ-দূতী।
আজি এ বিরহ-সাঁঝে তোমা হারাইয়া,
অনুরাগ এসেছে গো বিরাগ হইয়া ;
কুঞ্জভরা পুঞ্জ ফুল-পিয়াল-তমাল,
মধুময়ী ভ্রান্তি-সাজে আনন্দে মাতাল।

অকূল রাগের সিন্ধু—বিন্দুর আধার
হেরিলাম অনন্তের এপার ওপার !

১৩

বঁধু, ধন্য তোমার নাট !
জনমে মরণে বিরহ মিলনে
সদাই সমান ঠাট।
তোমার অপার লীলার পাথারে
অগণিত ভাব রাশি,
শত তরঙ্গে উছলে রঙ্গে
মাখিয়া মলয়-হাসি।

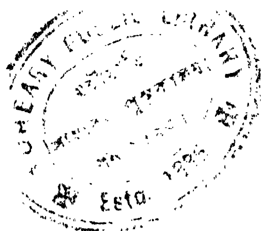
শান্ত হেরিছে তব অনন্ত
ব্রাহ্মী-বরণ খানি ;
দাসের কেবল চির-সম্বল
প্রভুর আদেশ-বাণী !
সখার অমল সরল সঙ্গে
রঙ্গে দিয়েছ উঁকি,
সম-বেদনায় ব্যথিত পরাণ,
সম-সুখে মহাসুখী।
চির স্নেহময়ী জননীর তুমি
চীর-অঞ্চল-নিধি,
চঞ্চল তব মধুর পীড়নে
সুধা ঝরে নিরবধি।

মন্দির

নব-যৌবনা তরুণীর বুকে
তরুণ লহর দোলা ;
মদন-সায়র মন্থন করি'
কান্ত হে, তুমি তোলা
নিলাজ নিশীথে জাগিল পিরিতি,
ছিঁড়িল লাজের বাঁধ ;
গুরু-গঞ্জন-অঞ্জন মাখি',
মিটিল সকল সাধ।

মিলনে সরস-রভস-রঙ্গে
সদা বিচ্ছেদ ভয় ;
বিরহে ব্যাকুল-দুখ-তরঙ্গে
মিলন ভ্রান্তিময়।
তব অনন্ত ভাবের প্লাবনে
কত যুগ নাচাইয়া,
চির-ভাবাতীত-মেদুর-শোভায়
পরশিলে মোর হিয়া।

কে জানিত বঁধু, ভব-তরঙ্গে
তুমি নিথরের বেলা ?
সব ভাব সার মধুর তোমার
জানে না মাধুরী-খেলা !
ভাবাতীত তুমি, আমার অভাবে
কত ভাব ছড়াইলে ;
আজি পরিণত-স্বভাব-শোভায়
চিরতরে ধরা দিলে !



১৪

ভাবাতীত তুমি বঁধু, ভাবাতীত তুমি,
তরঙ্গের পরপারে চির স্থির ভূমি।
অনন্ত ভাবের স্রোতে দিগন্ত প্লাবিয়া,
বহিলে অনন্ত কাল আমারি লাগিয়া।
অনন্ত হিল্লোলে খেলে কত মধু ভাব,
সে মধুর মধু নহে তোমার স্বভাব।
আমারে হারায়ে তব ভাবের মহরা,
আজি তুমি ভাবাতীত, আমি দিছি ধরা।

কমনীয় তনু মম তোমার মন্দির,
চরণ-চুম্বিত-ধারা লীলা-কালিন্দীর।
থির এ মন্দির মাঝে নিথরে বসিয়া,
অথির-তরঙ্গ-রঙ্গে খেলিছ হাসিয়া।

ধন্য মম অনুপম মন্দির অন্দর,
ধন্য তুমি ভাবাতীত সহজ সুন্দর!

বর্ণানুক্রমিক সূচী


সমাপ্ত



দরবেশ-গ্রন্থাবলী।

জপজী।

মহাত্মা গুরু নানক বিরচিত। শিখদিগের আদিগ্রন্থ "গ্রন্থ-সাহেবজী" হইতে অনুদিত। বাঙালা অক্ষরে মূল ও তাহার নিম্নে সরল বাঙা .য় পদ্যানুবাদ। নানকজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত।

প্রবাসী বলেন:—গ্রন্থকারের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল।—কৃত্রিমতার দ্বারা ভাবকে কোথাও আড়ষ্ট করিয়া তোলা হয় নাই।

নব্যভারত বলেন:—দরবেশের লেখা আমাদের নিকট বড় ভাল লাগে। এই উপদেশ পূর্ণ পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম।

স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরূপজী বলেন:—বাঙালী পাঠক ও পাঠিকাগণ জপজীর কবিতানুবাদ পড়িতে পড়িতে নাম-মাহাত্ম্যের মধুরতা অবশ্যই অনুভব করিতে পারিবেন। জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস ও বৈরাগ্য ইহার প্রতি চরণে প্রতিফলিত হইতেছে। জপজীর অনুবাদ করিয়া আপনি গুরু-দরবারের অমূল্য মধুর প্রসাদ বাঙালী পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিয়াছেন। মহাপুরুষগণের অভয় শান্তিবাণী কবিতায় প্রকাশ করিতে আপনার স্বাভাবিকী শক্তি ও সাধু উদ্যম সুসিদ্ধ হউক, ইহাই সদ্‌-গুরু সমীপে প্রার্থনা করিতেছি।

রায় সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার বলেন:—আপনার জপজীর পদ্যানুবাদ অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়াছে।

মূল্য ছয় আনা।

গানের খাতা।

(প্রথম শতক)

ভগবদ্বিষয়ক এক শত সঙ্গীত। প্রত্যেক গানেরই রাগিণী ও তাল লিখিত হইয়াছে। সুন্দর এণ্টিক কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন, ১৬ অং ১২৮ পৃষ্ঠা।

নব্যভারত বলেন ঃ—কথা, গাথা, ভাব, রস, তাল, মান, সব ঠিক। প্রাণ মাতোয়ারা-গানে প্রাণ অস্থির হয়। সরল বর্ণনায় স্বভাব কাহিনী উথলিয়া পড়িতেছে। গ্রন্থখানি মধুর হইতেও মধুর, অতি সুমধুর।

মূল্য আট আনা।

সঙ্গীত সুধা।

মহাত্মা শ্রীশ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-জী বিরচিত সঙ্গীতাবলী একত্রে সংগৃহীত। গোস্বামী-জী রচিত "মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়", "সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে' ডাক্‌রে রসনা" প্রভৃতি সর্ব্বজনবিদিত বঙ্গ-বিখ্যাত সুমধুর সঙ্গীতগুলি সমস্তই এই পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। প্রত্যেক গানের রাগিণী ও তাল লিখিত হইয়াছে। গোস্বামী-জীর সুন্দর হাফ্‌টোন মূর্ত্তি সম্বলিত।

মূল্য দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) গুরুদাস-লাইব্রেরী—কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(২) ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস— „ „

(৩) চক্রবর্ত্তী চাটার্জি কোম্পানী—কলেজ ষ্ট্রীট, „

(৪) থিয়োসফিকাল্-সোসাইটী-পুস্তকালয়—কলেজ স্কোয়ার,

(৫) অধ্যক্ষ, কাশী-যোগাশ্রম—বেনারস সিটী।

এবং

শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক

৮০নং বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।